চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 November, 2019 ■ আগরতলা, ৮ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২১ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে রেশন সরবরাহের নির্দেশ রাজ্য সরকারের

অবরোধ প্রত্যাহার রিয়াং শরণার্থীদের, সাময়িক স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। ব্রু শরণার্থীদের পুনরায় রেশন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিল রাজ্য সরকার। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের রেশন সরবরাহ চালু থাকবে। রাজ্য সরকার ওই রেশন সরবরাহের সমস্ত খরচ বহন করবে। আজ ব্রু শরণার্থী নেতাদের সাথে বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে টানা ৮ দিন বাদে দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা অবরোধ তুলে নিলেন ব্রু শরণার্থীরা। রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে ব্রু শরণার্থীরা সাময়িক স্বস্তি দিয়েছেন। তবে, সহসা ওই জট কাটবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ এমবিএডিপিএফ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্রোনো মিশার সাফ কথা, বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ সমাধান হতে পারে না। এমনকি, মিজোরামে প্রত্যাবর্তনও শরণার্থী সমস্যার সমাধান নয়। তাঁর দাবি, ব্রু শরণার্থীদের বিষয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হোক।

১৯৯৭ সালে জাতি দাঙ্গার শিকার ব্রু জনজাতি মিজোরাম থেকে পালিয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। ওই সময় থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরে ৭টি শিবিরে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। কালের বিবর্তনে নানা পরিবর্তন হলেও ব্রু শরণার্থীদের ভাগ্য আজও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রত্যেকবার ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে গেছে। ২০১৮ সালে ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। গতবছর ২৩ জুলাই ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সে মোতাবেক গতবছর অক্টোবরে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ফলে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ চালু রেখেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, ব্রু শরণার্থী তাতেও মিজোরামে ফিরে যাননি। তাই, ওই যাত্রায় ২১ দিন রেশন সরবরাহ বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু করা হয়েছিল।

এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার আবারো ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে প্রক্রিয়া শুরু করে। তাতে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই মোতাবেক ৩ অক্টোবর থেকে ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। এক্ষেত্রেও গত ১ অক্টোবর থেকে শরণার্থী শিবিরে বিনামূল্যে রেশন এবং নগদ আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাতেই দেখা দেয় বিপত্তি। ব্রু শরণার্থীরা এবার রেশন এবং নগদ আর্থিক সহায়তার দাবিতে রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। গত ৩১ অক্টোবর থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা ভোর ৫টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাঁরা অবরোধ করেন। এই অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের বহু চেষ্টা করেছে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন। কিন্তু, বলপ্রয়োগের হুমকি দিয়েও অবরোধ ঠেকাতে পারেনি প্রশাসন। গতকাল ১৪৪ ধারা ধারার মধ্যেই ব্রু শরণার্থীরা রাস্তা অবরোধ করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন গতকাল অবরোধস্থলে গিয়ে সভাও করেছেন।

ব্রু শরণার্থীদের বিক্ষোভের জেরে উদ্ভূত ওই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজ কাঞ্চনপুর ছুটে যান উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও সাংসদ রেবতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার কাঞ্চনপুরে শরণার্থীদের অবরোধস্থলে যান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, সমাজকল্যাণমন্ত্রী সান্তনা চাকমা ও রাজ্যের দুই সাংসদ। ছবি নিজস্ব।

শিক্ষক পদে ৫৫৭টি অফার ছাড়া হল, নিযুক্তি শিক্ষায় অনুন্নত ব্লক এলাকার স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষা দপ্তর অফার ছেড়েছে। ৪৪৮জন এসটিজিটি এবং ৯জন এসটিপিজিটির অফার ডাক মারফত পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ৭৫৯জন টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক নিয়োগে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন চেয়ে ফাইল পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। বৃহস্পতিবার মহাকরণে একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, গত জুন মাসে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য ৬২৫জন এসটিজিটি এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ৭৫জন এসটিপিজিটি শিক্ষকের চাহিদা রয়েছে বলে টিআরবিটিকে বাছাই করে দেওয়ার জন্য বলেছিল শিক্ষা দপ্তর। টিআরবিটি ৪৫০জন এসটিজিটি এবং ১০জন এসটিপিজিটি শিক্ষক বাছাই করে শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। তাদের এখন অফার দেওয়া হয়েছে, বলেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, এসটিজিটি ২জনের অফার ছাড়া হয়নি। কারণ তাদের মধ্যে একজনের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফলে মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়া তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব নয়। অন্য আরেকজনের বিএড সার্টিফিকেট যাচাইয়ের জন্য এনসিইটির কাছে পাঠানো হয়েছে। কারণ, ওই চাকুরী প্রত্যাশী যেই কলেজ থেকে বিএড কোর্স করেছেন সেই কলেজের এনসিটিইর অনুমোদন রয়েছে কিনা তা জানতে চেয়েছে শিক্ষা দপ্তর। ঠিক একই ভাবে এসটিপিজিটির একজন চাকুরী প্রত্যাশীর বিএড সার্টিফিকেট এনসিটিইর কাছে যাচাই করার জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই কলেজের এনসিটিইর অনুমোদন রয়েছে কি না তা জানা গেলে ওই চাকুরী প্রত্যাশীর অফার ছাড়া হবে। সূত্রের খবর, শিক্ষায় অনুন্নত নির্বাচিত ব্লক এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিতে ৫৫৭জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের দাবি, ওই ব্লক এলাকার বিধানসভা ক্ষেত্রের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের চাপেই তাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ডম্বুরনগর, ছাওমনু, গঙ্গানগর, দামছড়া, দশদা, অম্পিনগর, করবুক, রূপাইছড়ি, কিল্লা, মুঙ্গিয়াকামী, তুলাশিখর, রইস্যাবাড়ি এবং শিলাছড়ি ব্লকে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিতে ওই শিক্ষক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাত্র অভিভাবকদের বিক্ষোভ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ নভেম্বর।। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে উদয়পুর মহকুমার ছাতারিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণধন দাস শিক্ষকতার চাকুরি করার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার দিন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে জানতে পারে কৃষ্ণধন স্যারকে বিদ্যালয় থেকে বদলি হয়ে অন্য মহকুমায় চলে যেতে হচ্ছে। এতেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক কৃষ্ণধন দাসের বদলি রদের দাবিতে শুরু করে আন্দোলন।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাতারিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক অভিভাবকদের আন্দোলন এতটাই তীব্র ছিল যে কারোর কথাই তারা শুনতে চায়নি। এলাকার কিছু লোক এসে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের আন্দোলন বানচাল করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করে। এমনকি বিদ্যালয়ে লাগানো তালাগুলিকে ভাঙার জন্যও চেষ্টা করা হয়। ক্লাস রুমগুলি খুলে দেওয়া হয়। এতে অভিভাবক থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ আরও চরম আকার ধারণ করে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সমস্ত ঘটনা শিক্ষা দপ্তরের পরিদর্শককে জানান।

কিন্তু তারপরও শিক্ষা দপ্তরের কোন আধিকারিককে বিদ্যালয়ে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়েকে বিপথে ঠেলে রুজির ধান্দায় মা-বাবা পর্দা ফাঁস করল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। কথায় আছে লোভে পাপ। আর এই লোভের জন্য মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে তা হয়তো এই সভ্য সমাজের কারো জানা নেই। সামাজিক অবক্ষয় কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা ফের একবার প্রমান করে দিল রাজধানী লাগোয়া পশ্চিম প্রতাপগড় জনকল্যাণ সংঘ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় জনকল্যাণ সংঘ এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে এক বাড়িতে ভাড়া থাকতো এক দম্পতী। ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া ঐ মেয়ের বাবা কেটারিং এর কাজ করে। আর মা অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতো। অভাব অনটনের সংসার তাও মেয়েকে নিয়ে ভালোই চলছিল। এরই মধ্যে অধিক অর্থ উপার্জনের লোভ জন্ম নেয় দম্পতির মনে। তাই বিগত বেশ কয়েকমাস ধরে নিজের ভাড়া ঘরে ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া মেয়েকে দিয়ে অসামাজিক কাজ করাতে থাকে।

প্রতিদিন এক যুবক এই ভাড়া ঘরে আসে। আর দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দম্পতী ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসে বাড়ির মালিক ও এলাকাবাসীদের। তারা লক্ষ্য করে প্রতিদিন এক যুবক দম্পতির ভাড়া ঘরে আসে। বৃহস্পতিবার এলাকাবাসীরা ওত পেতে বসে। তখন তারা দেখতে পায় প্রতিদিনের ন্যায় এক যুবক দম্পতির ঘরে প্রবেশ করেছে। এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তখন স্থানীয়রা দম্পতির ভাড়া ঘরের দরজায় গিয়ে ঘরের দরজা খোলার জন্য বলে। ঘরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এডহক শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ এডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন বৃহস্পতিবার ৪ দফা দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, যাদের অকাল মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যকে ডাই ইন হারনেসে চাকরী প্রদান, এডহক শিক্ষকদের-ইনক্রিমেন্ট এবং সপ্তম বেতন কমিশনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান, ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং যাদেরকে দূরবর্তী স্থানে বদলি করা হয়েছিল তাদেরকে বাড়ির পাশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। কর্তৃপক্ষ এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন।

অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেবে মাথা পেতে নেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের যা-ই রায় হোক, মাথা পেতে নেবে বিজেপি। তাই ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রদেশ কমিটি এক বৈঠক করেছে। বৈঠকে দলের এসসি মোর্চা, এসটি মোর্চা, ওবিসি মোর্চা, মহিলা মোর্চা, সংখ্যালঘু মোর্চা-সহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের সাথে অযোধ্যা রায়-পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এ-বিষয়ে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, রামমন্দির-বাবরি মসজিদ ইস্যুতে অযোধ্যা মামলায় আইনি লড়াই চলছে। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওই মামলার যে কোনও দিন সুপ্রিমকোর্ট রায় ঘোষণা করবে। তিনি বলেন, সুপ্রিমকোর্ট অযোধ্যা মামলায় যা রায় দেবে, আমরা তা মাথা পেতে নেব। তাই, নির্দিষ্ট কোনও জাতিগোষ্ঠীর ওপর রায়ের প্রভাব যাতে না পড়ে সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। তাঁর কথায়, সুপ্রিমকোর্টের রায়ে কোনও একটি জাতির উল্লাসে অন্যের ভাবাবেগে আঘাত লাগুক, তা আমরা চাই না। বিশেষ করে, ওই রায়ের ফলে ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হোক তা মোটেও কাম্য নয়। তাঁর কথায়, বিজেপি চাইছে অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার পর ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় থাকুক। সে-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।

ডা. দাসের মতে, ত্রিপুরায় শান্তি-সম্প্রীতির ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে ম্লান হতে দেওয়া হবে না। অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার পর কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তাই বিজেপির সমস্ত মোর্চাপ্রধানদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের সাথে এ-বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, বিজেপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগেন্দ্রনগরে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। ফের ট্রেনের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই নিয়ে ত্রিপুরায় রেল লাইনের ধরে দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালে সম্ভবত কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় শহরতলীর মলয়নগরের বাসিন্দা ধীরেন্দ্র দাসের স্ত্রী সীতা দাসের(৪৮) মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় জনগণ তার মৃতদেহ দেখে থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জি বি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

মৃতার স্বামীর বক্তব্য, সম্ভবত ভোরে কীর্তন শেষে বাড়ি ফেরার পথে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাতঃ ভ্রমণকারী জনৈকা মহিলা জানিয়েছেন, রেল লাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই মহিলাকে পরে থাকতে দেখে স্থানীয়দের ডাক দেই। স্থানীয় জনগণ ছুটে এসে মহিলাকে রেল লাইনের ধারে পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। তিনি জানান, ওই মহিলার সারা শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১১ হাজার বিদেশিকে সরকারি খরচে ফেরত পাঠাবে বাংলাদেশ

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ৭ নভেম্বর ।। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান নিয়ে থাকা প্রায় ১১ হাজার বিদেশিকে সরকারি খরচে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।তিনি বলেন,এদেশে এসে পরবর্তীতে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অনেকে যায় না, থেকে যায়। তারা যেন থাকতে না পারে, সেজন্য কারা মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় আছে তাদের চিহ্নিত করা আমাদের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত ছিল।

সফলতার সাথে গোয়েন্দা সংস্থা তাদের চিহ্নিত করেছে।চিহ্নিত করা গেলেও তাদের দেশে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না জানিয়ে মন্ত্রী বলেন,এখন সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে ফেরত যাবে সেই টাকাও নেই ওদের কাছে। সেসব দেশের দূতাবাসও নেই আমাদের দেশে যে তাদের কাছে হস্তান্তর করব।এই অবৈধ অভিবাসীদের কারাগারে রাখলে সেখানেও তারা অপরাধের ঝামেলায় জড়াবে মন্তব্য করে মোজাম্মেল বলেন,সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সরকারের কাছে অনুরোধ করব কিছু টাকা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য, যাতে অবৈধভাবে বসবাসকারী লোকগুলোকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো যায়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জানান, যে ১১ হাজার বিদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই নাইজেরিয়া, তানজানিয়ার মত আফ্রিকান দেশের নাগরিক।এসব অবৈধ অভিবাসী অন্য কোনো অপরাধে জড়িত কি না জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন,ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবৈধভাবে অবস্থান করছে বা কোনো ক্রাইমে জড়িয়ে পড়েছে, তারাই জেল খানায় রয়েছেন।

তাদের দূতাবাসে যোগাযোগ করার পরও তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না এরকম সংখ্যাও রয়েছে।যারা অবৈধভাবে রয়েছে, তারা ক্রাইমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। শুধু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফেনি নদীর জল সংগ্রহের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের সমঝোতাপত্রে মন্ত্রিসভার সায়

নয়া দিল্লী, ৭ নভেম্বর।। ফেনি নদী থেকে ১.৮২ কিউসেক জল সংগ্রহের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রে মন্ত্রিসভার সায়। ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ফেনি নদী থেকে ভারতের ১.৮২ কিউসেক জল সংগ্রহের লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রে কর্মপরবর্তী অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আজকের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে সাব্রুম শহরে বসবাসকারী ৭ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফেনি নদী থেকে জল ভাগাভাগির জন্য কোনও চুক্তি ছিল না। এই সমঝোতার ফলে সাব্রুম শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কারণ, সাব্রুম শহর এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ জলে আয়রণ থাকায় জল পানের যোগ্য ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে সাব্রুম শহরের মানুষ জলের কষ্টে আছেন।

প্রতিশ্রুতির খেলাপ বুঝেছেন মানুষ তাই ষড়যন্ত্র বাদলের বিরুদ্ধে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। পূর্ত দপ্তরের আর্থিক ঘোটালা নিয়ে বাম জমানার পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে যখন আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে তখন থেকে নীরবতাই প্রদর্শন করে চলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত মহান নভেম্বর বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে টাউন হলে হল সভায় বাদল চৌধুরী ইস্যুতে মানিক সরকার বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে সূর চড়ালেন। মানিক বাবুর অভিযোগ, প্রতিশ্রুতির খেলাপ বুঝেছেন মানুষ তাই ষড়যন্ত্র হয়েছ বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে।

মানিক সরকার বলেন, বিজেপি জোট সরকার প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছে। একেবারে ৯০ ডিগ্রি না ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাই ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের টার্গেট কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টদের যেসব শক্ত ঘাটি রয়েছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গে একভাবে করছে, কেরালায় অন্যভাবে করছে।

সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার আরও বলেন, ত্রিপুরায় সরকার দখল করার পরও সন্তুষ্টি নেই। বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে কিসের মামলা এটা। ২০০৮ সালে এই ত্রিপুরাতে যেখানে রাস্তা নেই সেখানে রাস্তা করতে হবে। কাঠের সেতুগুলি পাকা করতে হবে। শুধু আগরতলায় বসে সরকার চালানো না, প্রশাসনকে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্কুল বাড়ছে, কলেজ বাড়ছে, হাসপাতাল বাড়ছে। উন্নয়নের স্বার্থে যেসব সংস্থাগুলি সরকারের সাথে যুক্ত ছিল সেগুলির পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়েছিল। বহু লড়াইয়ের পর কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়। কেন্দ্র টাকা ভাগ করে দেয়। প্রথম টাকা খরচ করার পর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার পর পরের কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা খরচ না করতে পারলে সমস্যা হয়। এই পরিস্থিতিতে পূর্ত দপ্তর এতগুলি কাজ করার মতো অবস্থায় ছিলনা।

মানিক সরকার বলেন, আমাদের রাজ্যের বাইরে যেসব সংস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হলসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৩১ ◻ ৮ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ২১ কার্ত্তিক ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধির আগুন

আচ্ছে দিনের স্বপ্ন পূরণের আশায় এখনও কি দেশবাসী প্রহর গুনিতেছেন? জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানিয়া ধরা দূরের কথা বরং তাহা লাফাইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বৃদ্ধির আগুনে পুড়িয়া মরিবার উপক্রম সাধারণ গরীব অংশের মানুষের। এই ত্রিপুরায় জিনিষপত্রের দাম তো পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে। সব্জির বাজারে তো আগুন। পেঁয়াজের দাম তো সীমাহীন। আলুর দামও বাড়তির দিকে। একদিকে জিনিষপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি অন্যদিকে মানুষের রুটিরুজির সমস্যা আচ্ছে দিনের স্বপ্ন তো ধুলায় লুটাইয়া দিয়াছে। শুধু ত্রিপুরা নহে গোটা দেশব্যাপীই ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়াছে। অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা ভারতকে প্রচন্ড ভাবে কাবু করিয়াছে। বিভিন্ন সংস্থায় নামিয়াছে আর্থিক দূর্যোগ। এই আর্থিক মন্দার ধাক্কায় হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করিতেছে আই টি কোম্পানীগুলি। এই তালিকায় আছে ইনফোসিস, ক্যানিজেন্ট, কেপজেমিনি। আশংকা করা হইতেছে ছাঁটাই হইবে প্রায় ৩৫ হাজার কর্মী। এই গণছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে তেমন জোরদার আন্দোলনও নাই। দেশব্যাপী আর্থিক মন্দার প্রভাব আর্থিক দিক দিয়া সমৃদ্ধ সংস্থাগুলিতেও পড়িয়াছে। তেমনি ইহার রেশ আছড়াইয়া পড়িয়াছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এই মন্দার হাত ধরিয়াই যেন মূল্যবৃদ্ধির দৈত্য চাপিয়া বসিয়াছে মানুষের জীবনে। আর্থিক মন্দার কারণে যেখানে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়াছে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া মূল্যবৃদ্ধির আগুন পরিস্থিতিকে ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছে।

এই ত্রিপুরায় মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতের অভাব নাই। উৎসে দাম বাড়িয়াছে সুতরাং এরাজ্যে দাম বাড়িলে কিছু বলিবার থাকিবে না। যদি বলা হয় বাজারে শাক সব্জির অগ্নিমূল্য কেন? এরাজ্যে তো কৃষি বিপ্লবের কথা বলা হইতেছে। এক্ষেত্রে কৃষি দপ্তরের ভূমিকা কি? সেখানেও তো রাজনীতির ক্ষমতাধররা ধান্দাবাজী চালু রাখিয়াছে। কৃষি ও কৃষকদের সহায়তার ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছে। উন্নত মানের বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছে। কিন্তু, সেখানেও নেপোয় মারে দৈ। ক্ষমতার পালা বদল হইলেও বঞ্চনার ট্রেডিশান সমানেই চলিতেছে। এই মরশুমে যেসব সব্জি বাজার আলো করিয়া থাকিত। এইবার তাহার উপস্থিতি নগন্য। পেঁয়াজ যেখানে আশী টাকা একশ টাকা কেজিতে বিক্রি হইতেছে। ধরিয়া নিলাম উৎস মুখে পেঁয়াজের দাম বাড়িয়াছে। ফলে, ত্রিপুরায় আগুন। কিন্তু বেগুনের কেজি আশী টাকা, সীমের কেজি দেড়শ টাকা, ফুল কপি নব্বই-একশ টাকায় বিক্রি হইতেছে। পাতিলাউ একটি ষাট/সত্তর টাকা। মুগ, মশুরী ডালের দামও উর্দ্ধগতি। এই অবস্থায় গরীব মানুষ বাঁচিবে কিভাবে? রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা ঘটিলে খাদ্য দপ্তর এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। এই দপ্তর তো কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শায়িত। বেশ কয়েকটি সব্জি বহিঃরাজ্য হইতে আসে ট্রাক বোঝাই হইয়া। মিষ্টি কুমড়া আসে দক্ষিণ ভারত হইতে। কাঁচা লংকা আসে আসাম হইতে। আসাম হইতে পাতি লাউও আসে। আসে চাল কুমড়া। এরাজ্যে সব্জি চাষে কৃষকরা পিছাইয়া আছে কেন ইহাই বড় প্রশ্ন। কারণ এখানে কৃষি শ্রমিকের অভাব। মজুরীর হার অন্য রাজ্য হইতে অনেক বেশী। ফলে কৃষকদের পরতা হয় না। রাজ্যে অনেক সব্জি ফলন যখন অধিক মাত্রায় হয় তখন কৃষক তেমন দাম পায় না। ফলে লোকসান গুনিতে হয়। আর এই লোকসানের অভিজ্ঞতা কৃষকদের সব্জি চাষে উৎসাহ বাড়ায় না। আর এজন্যই রাজ্যে সব্জি উৎপাদনে এক সময় কৃষকরা যে বিপ্লব দেখাইয়া ছিলেন তাহা আর দেখা যায় না। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে ত্রিপুরা কৃষিতে পিছনের সারিতেই আছে। আজ সর্বক্ষেত্রেই যেন হতাশার ছাপ। এই অবস্থা হইতে উঠিয়া আসিবারও তো কোনও উদ্যোগ, তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। ত্রিপুরায় বৃহৎ শিল্প বা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান তেমন নাই। এরাজ্যে বেকারদের মধ্যে এমন ধারণাই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে সরকারী চাকুরী না হইলে জীবন বৃথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তো স্পষ্ট বলিয়াছেন বেকারদের স্বনির্ভর হইতে হইবে। সরকারী চাকুরীই বেকার সমস্যা সমাধানের পথ নহে। এরাজ্যে বাম জমানায় এই সরকারী চাকুরীর টোপ দেখাইয়া দল ভারী করিয়াছে। ইন্টারভিয়্যুর নামে প্রহসন করিয়া দলের অনুগত বেকারদেরই চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। যেসব বেকার যুবকরা সিপিএম দলে নাম লেখায় নাই তাহারা ধরিয়াই নিয়াছিল সরকার বদল হইলে তাহাদের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িবে। আজ রাজ্যের বেকার সমস্যা ভয়ংকর পথেই আগাইতেছে। ১০৩২৩ শিক্ষকদের ভাগ্য তো ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। যেসব শিক্ষিত বেকার পরিশ্রমী উদ্যমী তাহারা রোজগারের কিছু না কিছু ব্যবস্থা করিতেছে। তাহারা বেকার বলিয়া হা পিত্যেস করিতেছে না। যেসব যুবক উদ্যমী নহে তাঁহারাই সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। দিন বদলাইয়াছে। বড় বড় কোম্পানীতে ধস নামিতেছে। বহু ইঞ্জিনীয়ার যুবকের ভাগ্যে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। সামনে কঠিন সময় আসিয়াছে। তাহা মোকাবিলা করা সহজ কাজ নহে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধিই জন অসন্তোষ ডাকিয়া আনে। বিভিন্ন কঠিন সমস্যার মাঝে এই মূল্যবৃদ্ধির আগুন সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নীরব ভূমিকা জনমনে ক্ষোভ আনিয়া দেয়। অতীতে দেখা যাইত খাদ্য দপ্তর ব্যবসায়ীদের নিয়া বৈঠক করিত। কিভাবে পণ্য আমদানি বাড়াইয়া মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানিয়া ধরা যায় সেই বিষয়ে সরকারী স্তরে তৎপরতা দেখা যাইত। কিন্তু, এইবার তো সরকার তো ট্যু শব্দও করিতেছে না। খাদ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে দায় এড়াইতে পারেন না। রাজ্য সরকারের সামনে বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারকে দেখিতে হইবে। তাহা না হইলে মূল্যবৃদ্ধির গতি থামানো যাইবে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সুযোগের সন্ধানে থাকে। মূল্যবৃদ্ধির পিছনে তাহাদের থাবা রহিয়াছে। সরকারকে এক্ষেত্রে কার্য্যকরী ভূমিকা নেওয়া অনেক বেশী জরুরী।

বৃহস্পতিবার দলের সাংসদ-বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার দলের সাংসদ- বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা তিনটেয় তৃণমূল ভবনে শুরু হওয়ার কথা বৈঠক।

সামনেই রাজ্যের বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন। তার আগে দলের বিধায়ক সংসদের সঙ্গে সংগঠনের বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী। গত ২৯ আগস্ট থেকে চালু হয়েছে প্রশান্ত কিশোরের মস্তিষ্কপ্রসূত দিদিকে বলে কর্মসূচি। তৃণমূলের নতুন ভোট পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের এই কর্মসূচি মূলত বিধায়কদের হাত দিয়ে গ্রামে গ্রামে ব্লকে ব্লকে প্রচারিত হয়েছে। সেই জায়গা থেকে বিধায়কদের গ্রাউন্ড লেভেল হোমওয়ার্কের ফিডব্যাক কেমন তা শুনবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশাপাশি, বহু বিধায়ক সঠিকভাবে 'দিদিকে বল' কর্মসূচি করেনি বলেও অভিযোগ রয়েছে দলের অন্তরে। সেক্ষেত্রেও সেই সমস্ত বিধায়কদের আজ ক্লাস নেবেন দিদি এমনটাও দলের অন্দরে গুঞ্জন। বিগত দেড় দুই মাস ধরে কর্মসূচি কেমন হলো, সেই কর্মসূচি করতে গিয়ে নিচে তালায় বিধায়করা কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে ''দিদিকে বলো'' কর্মসূচি নিয়ে কতটা ইতিবাচক বার্তা মিলেছে, সবকিছুই আজকের আজকের বৈঠকে আলোচনা হবে বলে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর।

পুজোর পর বিধায়ক সাংসদদের সঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে এদিন। সাংগঠনিক বৈঠকের পাশাপাশি চলবে মিষ্টিমুখ। প্রয়োজন হতে পারে সাংগঠনিক রদবদলও। তবে সব কিছুর থেকেও আজকের বৈঠকে বড় চমক হয়ে দাঁড়াতে পারে প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন। বেহালা পূর্বের বিধায়ককে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

প্রাণান্তকর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

কৌশিক রায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার জন্য গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, নিরীক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই হয। আর এইসব পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক দ্রব্য, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তবুও মানবজাকির স্বার্তে অনেক বৈজ্ঞানিকই নিজেদের জীবন বাজি রেখে গবেষণাগারে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান। এর ফলে, তাঁদের অনেকরই প্রাণ গেছে। বিকলাঙ্গ ও হয়ে পড়েছেন অনেক বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়েও বর্তমান সমাজ কতটা এইস বিজ্ঞানীকে মনে রাখে?

পদার্থবিদ্যাতে দুবার নেবালে পুরস্কার পান মারিয়া স্ক্লদোভস্কা। পোল্যান্ডের এই বিদুষী কন্যাটিকে বিজ্ঞান বিশ্ব চেনে মারী ক্যুরি নামে। রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম নামক দুটি শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্বখ্যাতা মারী ক্যুরি। শোকস্তব্ধ হয়ে যান ১৯৬০ সালে পথ দুর্ঘটনাতে তাঁর স্বামী তথা বিজ্ঞানসঙ্গী পিয়্যের ক্যুরির মৃত্যুতে। তারপর সবসয়েই নিভৃত গবেষাণাগারে তেস্ক্রিয় মৌল নিয়ে গবেষণা নিয়ে নিমগ্না থাকতেন মারী ক্যুরি। এর ফলে যা হওয়ার তাই হল। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে ১৯৩৪ সালে দুনিয়া থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে বাধ্য হলেন পারী মহানগরীর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা কৃতী ছাত্রী এবং বিজ্ঞান সাধিকা মারী ক্যুরি।

এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করার পর পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান জার্মানির ভিলভেলস কনরাড রোয়েন্টগেন। তারপর থেকেই মানবশরীরের ভিতরের কঙ্কাল এবং অন্ত্রকে সবার দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসা এই অজানা রশ্মিকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে য়ায। তবে এক্স-রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা, বিপদের করাল ছায়া ফেলতে থাকে অনেক বিজ্ঞানীরই ওপরে। এক্স-রে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম মৃত্যুটি ঘটে ১৯৪০ সালে।, প্রখ্যাত মার্কিন উদ্ভাবক এবং 'মেনলো পার্কের জাদুকর' নামে খ্যাত টমাস আলভা এডিসন-এর এক মহিলা সহকারী ক্ল্যারেন্স ম্যাডিসন ডেইলি এক্স রশ্মির বিষক্রিয়াতে মারা য়ান। ১৯০৫ সালে এক্স-রে-র ছোবলে পরীক্ষাগারেই দেহাবসান হয় ৪৬ বছরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী প্রযুক্তিবিদ এলিজাবেথ ফ্লিয়েশমান অ্যাসকেম-এর। জামাইবাবুর গবেষণাগারে একনাগাড়ে ৭ বছর কোনও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা না নিয়েই এক্স-রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এলিজাবেথ। তিনি অবশ্য নিজের সরীরের ওপর রঞ্জনরশ্মি প্রবাহিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এই রশ্মি রোগীগের শরীরে কোনও ক্ষতি করবে না। ত্বকের ক্যান্সার বা মেলানোমাতে আক্রান্ত হন এলিজাবেথ। সংক্রামিত একটি হাতকে কাঁধ থেকে বাদও দিতে হয়। রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষার সময় বুনসেন বার্নার নামক যন্ত্রটির খুবই প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্র বা প্রদীপটি যিনি তৈরি করেন সেই জার্মান রসায়নবিদের নাম ছিল রোবার্ট ভিলহেলম বুসেন। আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়াতে দু'বার প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন বনসেন। ১৯৪৩ সালে গবেষণাগারে 'ক্যাকোডিল সায়ানাইড' নামক রাসায়নিক যৌগের বিস্ফোরণে বুনসেনের ডান চোখটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তারপরই জৈব রসায়নের গবেষমা ছেড়ে স্কেকট্রোস্কোপি নিয়ে পড়াশোনাতে মন দেন ভিলহেলম বুনসেন।

'লাফিং গ্যাস' বা নাইট্রাস অক্সাইডের আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন ইংরেজ রসায়নিক স্যার হামফ্রি ডেভি। তবে বাল্যকালে অনেকগুলি দাহ্য গ্যাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রাণসংশয হয়েছিল স্যার ডেভিরও। লাফিং গ্যাসে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে প্রায় বিকলাঙ্গ, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েন তিনি। এতেও রক্ষে নেই। ১৮১২ সালে পরীক্ষাগারের নাইট্রোজেন ক্লোরাইড যৌগের বিস্ফোরণে তাঁর চোখদুটো প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। নাইট্রোজেন ক্লোরাইডের বিস্ফোরণে চোখের সমূহ ক্ষতি হয় স্যার হামফ্রি ডেভির সুযোগ্য শিষ্য এবং 'জেনারেটর' -এর উদ্ভাবক মাইকেল ফ্যারাডের।

দূরবীন যন্ত্রটি তৈরি করে মহাকাশ দর্শনের একটি নতুন গিদন্ত খুলে দিয়েছিলেন ইতালিয় জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গালিলেই। শনিগ্রহের বলয়গুলি আবিষ্কারের কৃতিত্ব এবং 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে'---এই বৈপ্লবিক মতবাদের উপস্থাপক গ্যালিলিও দূরবীন নিয়ে সূর্যের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকার জন্য প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপরে পোপের আদেশে সীসাতে মোড়া কারাগৃহে থাকার জন্য শেষ জীবনে প্রায় অন্ধ হয়ে যান গ্যালিলিও। বেশ কয়েকটি রাসায়নিক মৌল ও যৌগিক পদার্থ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে সুইডেনের রসায়বিদ কার্ল ভিলহেলস শীলেকে। হাইড্রোজেন সায়ানাইড নামক বিষাক্ত যৌগটির স্বাদ নিতে যাওয়ার জন্য জীবন সংশয় হয়েছিল শীলের। শেষ পর্যন্ত পারদের বিষক্রিয়াতে মৃত্যু হয় এই সুইডিশ বিজ্ঞানীর।বিভিন্ন রংয়ের কাচকে জুড়ে দিয়ে 'ক্যালেইডোস্কাপ' যন্ত্রটি তৈরি করেন স্কটল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী স্যার ডেভিড ব্রেউস্টার। পরীক্ষাগারে রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করার সময় বিস্ফোরণে দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেন ব্রেউস্টার। তবুও আলোকরশ্মির মেরুকরণের (পোলারাইজেশন) ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা বিশ্বখ্যাত হয়েছে। আবার বেলুন চড়ে উড়তে গিয়ে প্রাণ হারান ফ্রন্সের পদার্থবিজ্ঞানী জঁ ফ্রাঁসোয়া পিলাতে দে রোজিয়্যের এবং তাঁর সহকারী ডা. জঁ জেফ্রি। আসলে এঁরা চেয়েছিলেন জোসেফ আঁতোয়ান মঁগলফিয়্যের-এর আগেই বেলুনে আসীন হয়ে শূন্যে উড়তে। তবে ১৭৮৩ সালের ১৫ জুন, বেলুন চড়ে ওড়ার সময় জ্বালানি হিসেবে দুটি থলিতে যে দাহ্য হাইড্রোদেন গ্যাস ও গরম বাতাস, জঁ ফ্রাঁসোয়া রেখেছিলেন সেই থলিদুটি শূন্যে ফেটে যায়। এর ফলে ১৭০০ ফুট উচ্চতা থেকে জঁ ফ্রঁসোয়া র‍্যোজিয়্যের ও তাঁর সহকারী মাটিতে আছড়ে পড়ে মারা যান।

এভাবেই বিজ্ঞানের জয়গান গাইতে গিয়ে অকালমৃত্যু এবং বিকলাঙ্গতা ঘটেছে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর। তবে মেরি গডউইন শেলী-র অমর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসে একটি মৃতদেহকে জীবন্ত দানবে পরিণত করা বিজ্ঞান ড. ভিখটর ফ্লাস্কেনস্টাইন -ও এভাবেই মৃত্যুরবরণ করেছিলেন সেই দানবের সঙ্গে পড়তে গিয়ে। আমার আশা করব রবার্ট ল্যুইস স্টিভেনসমের উপন্যাসের মতো ড. জেকিল-রূপী কোনও বৈজ্ঞানিক যেন গবেষণাগারে মি. হাইড নামক নরঘাতক, নৃশংস দানবের জন্ম না দেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মায়ের জন্য সুদর্শন ও প্রতিষ্ঠিত পাত্র চান মেয়ে

দেবপ্রিয়া রায়

মায়ের জীবনসঙ্গী বেছে নিতে তৎপর হয়েছে মেয়ে। এমন খবর সচরাচর শোনা যায় না। অনেকেই আঁতকে উঠে ভাবছেন, এ-ও কি হয়? এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড?

কিন্তু কোনও মানুষের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সত্যি কি নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হয়, না আছে? হাতের উপর হাত রাখা সবসময় খুব সহজ না হলেও, একজন 'একা' মানুষ কি চাইতে পারে না তার জন্যও কেউ সেই নিবিড় আশ্রয়টুকু হয়ে দাঁড়াক? নানারকম ইচ্ছা, প্রত্যাশা, কাছের জনের থেকে উষ্ণতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা দিনটা খুব খারাপ গেলে সেই মানুষটার সঙ্গে দুটো কথা বলা—এসবই যে কোনও বয়সের মানুষের প্রাপ্য মানবিক অধিকার, মানসিক প্রত্যাশা। চারপাশের অন্যান্য সম্পর্ক --- আত্মীয় স্বজন, ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী আদৌ পারে সেই নৈকট্যের ফাঁকটুকু পূরণ করতে। অথচ একটা বয়সের পর কেউ বিয়ে করতে চাইলেই এখনও আমাদের সমাজে যেভাবে হাহাকার পড়ে যায় বা সেই ঘটনা যেভাবে রসালো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, তা অভিপ্রেত নয়। রুচির পরিচয় নয়। তখন মনে হয় এই 'স্মার্ট' সময়ে দাঁড়িয়ে শুধু ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আর সেলফিতে নিজের স্মার্টনেস না মেপে, বাস্তবেও নিজেদের মনের খোলনলচে বদলে ফেলার সময় এসেছে।

ঠিক যেমনটা করেছেন আইনের ছাত্রী দিল্লির আস্থা ভার্মা। নিজের মায়ের জন্য বিয়ের পাত্র চেয়ে করেছেন টুইট। মায়ের জীবনসঙ্গী হিসাবে হ্যান্ডসাম, ভেজেটেরিয়ান, নন-ড্রিস্কার, ওয়েল-এস্ট্যাবলিশড, ৫০ বছর বয়সি একজন পছন্দসই পাত্র চান তিনি। ভেবে দেখতে গেলে, এই চাহিদার মধ্যে 'অ-স্বাভাবিক' কিছুই নেই। কিন্তু কোনটা 'স্বাভাবিক', আর কোনটা 'অস্বাভাবিক' তা অনেকসময়ই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত স্থির করে দেয়। যেমন, যদি এই 'পাত্র চাই'-এর বিজ্ঞাপনটা হত সিঙ্গল মহিলার জন্য একজন তিরিশ খবর বয়সি পার্টনার চেয়ে, বা হত আস্থার নিজেরই জন্য, সেক্ষেত্রে যা যা ফ্যাক্টর দিয়ে একজন 'কোয়ালিফায়েড' জীবনসঙ্গীর খোঁজ করা হত, তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ অ-সাধারণত্বের কোনও গল্প আবিষ্কার করতে চাইতে না। কিন্তু যে মুহূর্তে এই পাত্র চাওয়ার ঘটনাটা হয়ে ওঠে এক কন্যের তাঁর মায়ের জন্য, যে মাকে মনে মনে আমরা সংসারে থেকেও সর্বত্যাগী, সর্বংসহা রূপে কল্পনা করতে ভালবাসি, যে মা হাসিমুখে ছেলেমেয়ের জন্য নিজের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দেবে, যার নিজস্ব কামনা-বাসনার অস্তিত্বের কথা আমরা খুব আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও তলিয়ে ভাবি না— সেই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সত্যিই আস্থা আমাদের অচলায়তনের ভিত নিজের সহজা দিয়ে কী অনায়াসে নাড়িয়ে দিলেন। যা হওয়া উচিত, কিন্তু হয় না, সেটাই করে দেখালেন তিনি। আর এই পদক্ষেপে উচ্ছ্বসিত হয়ে আস্থার টুইটে কমেন্টও কম আসেনি। এই যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে, সেটা চোখের সামনে তুলে ধরার জন্যও আস্থার প্রশংসা প্রাপ্য। দৈনন্দিন স্বপ্নভঙ্গের খবরের পাশে, ঘৃণা আর অনিশ্চয়তার বাতাবরণে, এ-ও একপশলা বৃষ্টির মতো শান্তি দেয়, আশা জাগায়।

বয়স নির্বিশেষে মানুষ মানুষকে বিশেষভাবে কাছে পেতে চায়, একে অন্যের সঙ্গে সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতে চায়। বয়সের গণ্ডিতে কি আর অনুভূতিকে বেঁধে ফেলা যায়? অন্যান্য সম্পর্ক দিয়ে কি সেই ইচ্ছাকে চিরকালের মতো জীবন থেকে নির্বাসনে পাঠানো যায়? বিদ্যাসাগরমশাই বিধবা বিবাহের প্রচলন করে ভারতবাসীর আজন্মলালিত পরস্পরার অহংকার চূর্ণ করেছিলেন—যা সমাজের নামে, ন্যায়ের নামে মেয়েদের গলায় শিকল হয়ে চেপে বসেছিল। তার আগে বাঙালি হিন্দু মেয়েরও যে দু'বার বিয়ে সম্ভব কেউ কল্পনাও করেননি। এমনকী, কিছু বছর আগেও ডিভোর্সি মেয়ের পুনরায় বিয়ের প্রশ্নে ফ্যামিলি কিছু কম স্ক্যান্ডালাইজড হত না। এখনও স্বাধীনচেতা মেয়ের নতুন করে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে অনেক প্রগতিশীলেরই শরীর খারাপ করে। তাই আস্থার মায়ের ক্ষেত্রে তিনি স্বামীহীন না কি ডিভোর্স---সে প্রশ্ন উঠতে না দেখে স্বস্তি লাগে কোথাও। ধীরে দীরে হলেও হয়তো ভারতীয় সমাজ সাবালক হচ্ছে।

আসলে বিয়ের সঙ্গে যৌনতার প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে বলেই বোধহয় একাধিক বিয়ে, বিয়ের বয়স—এসব নিয়ে এত ছুঁতমার্গ। আমাদের সেক্সুয়ালি রিপ্রেসড সমাজে 'কম্প্যানিয়নশিপ' বা 'সহ-বাসী'র ধারণটা বারবার নানা আদিরসাত্মক চটুল আলোচনার নিচে ঢাকা পড়ে যায়। বাস্তবেও কি আমরা দেখিনি,চিরকুমার কাকা, মামা বা পিসি হঠাৎ করে নিজ উদ্যোগে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পরিবারের ছড়িয়ে ভেবেও দেখেনি। ছেলে মেয়ে বিয়ে -থা করে বিদেশে সেটল করেছে, কিন্তু বাবা একাকিত্ব ভুলতে বিয়ে করতে চাইলে পড়িমরি করে বাধা দিতে ছুটে আসে। লোক হাসাহাসি, সম্পত্তির অধিরার মানুষটির প্রতি

> যে মা হাসিমুখে ছেলেমেয়ের জন্য নিজের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দেবে, যার নিজস্ব কামনা-বাসনার অস্তিত্বের কথা আমরা খুব আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও তলিয়ে ভাবি না—সেই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সত্যিই আস্থা আমাদের অচলায়তনের ভিত নিজের সহজতা দিয়ে কী অনায়াসে নাড়িয়ে দিলেন।

যায় অস্বস্তি আর চাপা হাসির গুঞ্জন? খুব কাছের সম্পর্কের লোকজন রেগেও যান। ভাবেন, 'কেন, আমরা কি যথেষ্ট খেয়াল রাখছি না?' বা, এই বয়সে এসে এসব করা কি মানায়? ব্যাপারটা যে অন্য কারও 'জাজ' করার এক্তিয়ার পড়ে না, যার অনুভূতি তারই নিজস্ব সিদ্ধান্ত নির্ভর এইটুকু প্রাইভেসির সীমা আমরা অনেক সময় লঙ্ঘন করে ফেলি। অথচ নিজের পার্টনারকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় কিন্তু সেই একা মানুষটির কথা ভালবাসাজনিত পজেজিভনেস ইত্যাদি আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায় স্বাভাবিক মানবিক চাহিদার দাবি। সেই কথাগুলো যে এবার প্রকাশ্যে উঠে আসছে, কাচের মানুষের হাত ধরে আমাদের মনে জায়গা করে নিচ্ছে, ভাঙচুর করছে পুরনো স্থবিরতা---এই পরিবর্তনটুকুই হয়ে উঠুক না আধুনিক রূপকথা। 'না উমর কি সীমা হো/ না জন্মো কা হে বন্ধন.............'। একে অন্যের সঙ্গে বাঁধা পড়তে, গানের এই কলিই সত্যি হোক, হাঁ বাস্তবেও।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে অন্যথায় আইনী ব্যবস্থা : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে তাদের অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে, অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা প্রায়শই দুর্নীতির অভিযোগে ভাইস চ্যান্সেলরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, তাদেরকে অবশ্যই অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। যদি, তারা তা প্রমাণ করতে পারে তবে, উপাচার্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অন্যথায়, অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন।জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতর অভিযোগে সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতির পটভূমিতে এ মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন রকম আইনগত ভিত্তি ছাড়া আন্দোলনের নামে ক্লাস বন্ধ, ভিসিদের বাসভবন ও কার্যালয়ে হামলা বরদাশত করা হবে না।কোন উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হলে সচরাচর দুর্নীতির অভিযোগ উঠে একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ঠিকভাবে বন্টন না হলে অভিযোগ উঠতে পারে বলে শোনা যায়।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বুয়েটের শিক্ষার্থীরা একজন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় আন্দোলন করছে। এই হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার এবং মামলা দায়েরের পর এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার কোন যুক্তি আমি দেখি না।

প্রধানমন্ত্রী একটি স্কুলে প্রথম আলো আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আয়োজকদের অবহেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঢাকা রেজিডেন্সিয়াল স্কুল ও কলেজের এক ছাত্রের মৃত্যুর নিন্দা করেন।তিনি বলেন,তারা (প্রথম আলো) কিভাবে এ ধরনের অবহেলা করতে পারে। স্কুল শিক্ষার্থীরা যেখানে ঘোরাফেরা করছে সেখানে এই ধরণের একটি অনুষ্ঠান আয়োজনে তাদের কোন দায়িত্বশীলতা ছিল না। এটি একটি গুরুতর অভিযোগ, এটি সহ্য করা যায় না। অনুষ্ঠানস্থলের আশপাশেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এবং ট্রমা সেন্টারের মতো হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও ছাত্রটিকে মহাখালিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রথম আলো কতৃপক্ষের সমালোচনা করেন। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। তথ্য সচিব আবদুল মালেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মো. নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল এবং সাধারণ সম্পাদক শাবান মাহমুদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি আবু জাফর সূর্য এবং সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, বিটিভি'র মহাপরিচালক এসএম হারুনুর রশিদ, পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঠিলেন।

প্রকৃত সাংবাদিকের কোনো বন্ধু থাকে না : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী রেজাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন,একজন প্রকৃত সাংবাদিকের কোনো বন্ধু থাকে না।তিনি বলেন,সাংবাদিকদের বৈচিত্রময় জীবনে আনন্দের চেয়ে বেদনার মুহূর্ত বেশি। তাদের অনবদ্য সৃষ্টি অনেক সময় অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যোগায় এবং ভবিষ্যতে চলার পথ দেখায়। শ ম রেজাউল করিম বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত 'রূপসী বাংলা' শীর্ষক জাতীয় ফটো প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকতায় ছবির গুরুত্ব অনেক বেশি। আর ফটো সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় রিস্ক নিয়ে কাজ করতে হয়।তিনি বলেন,ফটো সাংবাদিকরা তাদের তোলা ছবির মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজের যে তথ্য উপস্থাপন করেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই রিপোর্টারদের বিস্তারিত রিপোর্টেও পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠে না।মন্ত্রী বলেন,সাংবাদিকরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় বেতন-ভাতা পাননা বলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক জীবনযাপন করেন। তাদের কাজে আমরা কেউ সন্তুষ্ট থাকি না। এ জন্য সাংবাদিকতাকে বলা হয় থ্যাংকসলেস জব। প্রশংসাসূচক সংবাদ হলে আমরা খুব খুশি হই, কিন্তু অনিয়ম-দুর্নীতি-অব্যবস্থাপনার সংবাদ হলে আমরা খুশি হতে পারি না।রেজাউল করিম বলেন,অনেক সময় মালিকপক্ষের বিজাতীয় আচরণ সাংবাদিকদের সইতে হয়। তাদের স্বকীয়তা বিকাশের জায়গা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তবে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন গণমাধ্যম সাংবাদিকদের বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং ছবি প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন,দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ হোক। প্রয়োজনে আমার ত্রুটি তুলে ধরুন, তবে আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দিতে হবে।

বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনায়েত করিম।স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজল হাজরা।গৃহায়ন মন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৮জন ফটোজার্নালিস্টের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

নেতা-কর্মীদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত বিএনপি নেতা সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও ঢাকা মহানগর শাখার সাবেক সভাপতি সাদেক হোসেন খোকার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নানা-শ্রেণিপেশার মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দুপুরে তার মরদেহ নয়া পল্টনের কার্যালয়ের সামনে আনা হলে অশ্রুজলে প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় তারা।প্রথমে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায় প্রয়াত নেতার কফিনটি দলীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।এরপর দলের পক্ষ থেকে কারাবন্দি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে কফিনে ফুল দেওয়া হয়।কালো কাপড়ে মোড়া অস্থায়ী মঞ্চে রাখা হয় খোকার কফিন। নেতা-কর্মীদের কফিনের সামনে কাঁদতে দেখা যায়। বিএনপি মহাসচিবসহ নেতারাও অশ্রুসজল ছিলেন।

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল বলেন,আমাদের সকলের প্রিয় নেতা, দুর্ধষ মুক্তিযোদ্ধা, দুই বারের নির্বাচিত ঢাকার সাবেক মেয়র, সাবেক মন্ত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, ঢাকা মহানগরের সাবেক সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এমন এক সময় চলে গেলেন যখন আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে। তিনি তাকে শেষ দেখা দেখতে পারলেন না।

আজকে এই ফ্যাসিবাদী সরকারের নির্যাতনে সারা বাংলাদেশের মানুষ যখন অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, সেই সময়ে যে মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল সাদেক হোসেন খোকা তার অন্যতম। তিনি চলে গেছেন; তার বর্ণাঢ্য রাজনীতির কথা বলার সময় নয়।তিনি বলেন,সাদেক হোসেন খোকার এই অকালে চলে যাওয়ায় যে রাজনৈতিক শূণ্যতা সৃষ্টি হলো তা পুরণ হওয়ার নয়। আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তার সকল গুনাহ মাফ করে দেন, তাকে বেহেশত নসিব করেন।দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খোকার বড় ছেলেন প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন বাবার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া চান।এর আগে কার্যালয়ের সামনের খোকার জানাজায় ইমামতি করেন উলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা শাহ নেছারুল হক। এরপর তার কফিনে স্যালুট জানায় সেক্টার কমান্ডার শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল।সকাল ৮টা থেকে নয়া পল্টনের অফিসের নিচতলায় কোরানখানি অনুষ্ঠিত হয়।

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শাহজাহান ওমর, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, বরকত উল্লাহ বুলু, আবদুল আউয়াল মিন্টু, জয়নাল আবেদীন, আহমেদ আজম খান, এজেডএম জাহিদ হোসেন, রুহুল কবির রিজভী, হাবিবউন নবী খান সোহেল, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসহ দলের ভাইস চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য, যুগ্ম মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। ২০ দলীয় জোটের জামায়াতে ইসলামী অধ্যাপক মজিবুর রহমান, হামিদুর রহমান আজাদ, শামীম সাঈদী, খোন্দকার লুফর রহমান, ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, মুফতি মহিউদ্দিন ইকরামসহ নেতারাও জানাজায় অংশ নেন।

নয়া পল্টনের কার্যালয় থেকে ফকিরেরপুল মোড় পর্যন্ত সড়ক ও তার পাশ-পাশের গলিতে হাজার হাজার নেতা-কর্মী-সমর্থক জানাজায় দাঁড়ান। পুরো পল্টন রোড কানায় কানায় পূর্ণ হয়। তখন ফুটপাতে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরাও মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানান।বিএনপির কার্যালয় থেকে কফিন নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে সেখান জানাজা শেষে গোপীবাগে পৈত্রিক বাসভবনে কিছুক্ষন রাখা হবে খোকার মরদেহ। সেখান থেকে বাদ আসর ধুপখোলা মাঠে সর্বশেষ জানাজার পর জুরাইনে দাফন করা হবে এই গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাকে।

নতুন আইনে সড়কে ১৪ নভেম্বরের আগে কোনো মামলা নয়: মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন কার্যকর করতে আরও এক সপ্তাহ সময় নেবে সরকার।এই আইনে ১৪ নভেম্বরের আগে সড়কে কোনো মামলা হবে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বনানীর সড়ক ভবনে এক সভায় তিনি বলেন, আইনটি কার্যকর করতে আরও এক সময় সপ্তাহ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিধি প্রণয়নের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আইনে শাস্তির পরিমাণ কি তা সবাইকে জানানো দরকার।এজন্য গণমাধ্যমকেও ভূমিকা পালন করতে হবে। আইন কার্যকর করতে এক সপ্তাহ পর আঁটঘাট বেঁধে নামব।সড়কমন্ত্রী বলেন,এই আইনের বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জিং জব। এখানে বাধা আছে চ্যালেঞ্জ আছে। সাহসের দরকার, সততার দরকার ও কমিটমেন্টের দরকার।আইন যেমন আছে, তেমনই আইনের বিধিও দরকার। সড়কে শৃঙ্খলা আনতে হলে শাস্তি থাকতে হবে। এই কারণেই কয়েক দিন ধরে বিআরটিএতে লাইসেন্স নবায়নের হিড়িক পড়েছে।

ঢাকার সড়কে বাসের চাপায় দুই কলেজ শিক্ষার্থী প্রাণ হারানোর পর গত বছর শিক্ষার্থীদের নজিরবিহীন আন্দোলনের পর শাস্তির বিধান কঠোর করে নতুন সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন হয়, যা ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর করার কথা জানিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হলেও জনসচেতনতা ও বিধি প্রয়োজনের জন্য সময় নেওয়া হচ্ছে।ওবায়দুল কাদের বলেন,বিআরটিএ ও বিআরটিসি নিয়ে প্রায়শই আমি দুশ্চিন্তায় থাকি। প্রায়ই এই দুটি প্রতিষ্ঠান খারাপ খবরের শিরোনাম হয়।তিনি বলেন, বিআরটিএ 'অপকর্মকারী' কর্মকর্তাদের এখানে ওখানে বদলি করেও শোধরানো যায় না; চুরি-চামারি, দুর্নীতি তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এদের ব্যাপারে কঠোর হতে হবে, এদের বের করে দিতে হবে।নানা জায়গায় কাজ করে অপকের্মের ব্যাপারে পাকা হয়ে গেছে অনেক কর্মকর্তা, তাদের বাদ দিতে হবে। এই ছিঁচকে চোর বদলি করেও পরিবর্তন হয় না।

জীবিত খোকাকে দেশে ঢুকতে দেয়নি সরকার: বিএনপি মহাসচিব ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। সাদেক হোসেন খোকা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধাকে জীবিত অবস্থায় এই সরকার দেশে ঢুকতে দেয়নি। এটি জাতির জন্য লজ্জার।

বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ অভিযোগ করেন।'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের নিয়ে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা।

এসময় মির্জা ফখরুল বলেন, সাদেক হোসেন খোকা অনেকবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। সারা জীবন মানুষের সেবা করে গেছেন। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য তিনি বিদেশে ছিলেন। খোকার মরদেহ দেশে এসেছে, আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

৭ নভেম্বরের চেতনায় জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে বলেও ঘোষণা দেন মির্জা ফখরুল।বিএনপি মহাসচিব বলেন, ৭ নভেম্বর সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমরা বরাবরই এ দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সংগ্রাম করায় সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ও অনৈতিকভাবে খালেদা জিয়াকে সরকার কারাগারে আটক করে রেখেছে। আজকের এই দিনে আমরা তাকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছি। শপথ নিয়েছি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত করে গণতন্ত্রকে মুক্ত করবো।

মির্জা ফখরুল বলেন, জোর করে ক্ষমতা দখল করে রাখা এই নতজানু সরকার বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের পক্ষের সরকার গঠন করতে আমরা সক্ষম হবো।এসময় অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ড় আবদুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন, অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার জানাজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার নামাজে জানাজা বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।তিনি সাবেক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ছিলেন।

জানাজায় সংসদ সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, এলডিপি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারিরা অংশ নেন।এ সময় বিএনপি নেতৃবৃন্দ এবং পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ করা হয়।

জানাজা শেষে একাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মো. মশিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি, বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম, এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব) অলি আহমেদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মরহুমের কফিনে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

নামাজে জানাজা শেষে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

অবৈধ ১১ হাজার বিদেশিকে সরকারি খরচে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, নভেম্বর ০৭।। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান নিয়ে থাকা প্রায় ১১ হাজার বিদেশিকে সরকারি খরচে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ তথ্য জানান।তিনি বলেন,এদেশে এসে পরবর্তীতে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অনেকে যায় না, থেকে যায়। তারা যেন থাকতে না পারে, সেজন্য কারা মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় আছে তাদের চিহ্নিত করা আমাদের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত ছিল। সফলতার সাথে গোয়েন্দা সংস্থা তাদের চিহ্নিত করেছে।চিহ্নিত করা গেলেও তাদের দেশে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না জানিয়ে মন্ত্রী বলেন,এখন সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে ফেরত যাবে সেই টাকাও নেই ওদের কাছে। সেসব দেশের দূতাবাসও নেই আমাদের দেশে যে তাদের কাছে হস্তান্তর করব।এই অবৈধ অভিবাসীদের কারাগারে রাখলে সেখানেও তারা অপরাধের ঝামেলায় জড়াবে মন্তব্য করে মোজাম্মেল বলেন,সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সরকারের কাছে অনুরোধ করব কিছু টাকা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য, যাতে অবৈধভাবে বসবাসকারী লোকগুলোকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো যায়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জানান, যে ১১ হাজার বিদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই নাইজেরিয়া, তানজানিয়ার মত আফ্রিকান দেশের নাগরিক।এসব অবৈধ অভিবাসী অন্য কোনো অপরাধে জড়িত কি না জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন,ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবৈধভাবে অবস্থান করছে বা কোনো ক্রাইমে জড়িয়ে পড়েছে, তারাই জেল খানায় রয়েছেন। তাদের দূতাবাসে যোগাযোগ করার পরও তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না এরকম সংখ্যাও রয়েছে।যারা অবৈধভাবে রয়েছে, তারা ক্রাইমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। শুধু ক্রাইমের সাথে জড়িত রয়েছে তা নয়, যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল, মেয়াদ শেষে থেকে গেছে সেরকমও আছে। এ সব সংখ্যা মিলিয়ে ১১ হাজার রয়েছে।তাদের মধ্যে কতজন কারাগারে রয়েছে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে পরে জানানো হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, তাদের ধরতে পারছি, কারাগারেও দিচ্ছি। কাজেই নতুনভাবে চিন্তা করছি, সরকারের পয়সা দিয়েই তাদের দেশে ফেরত পাঠাব। আপনারা তো বোঝেন, কারা থাকে, ভাল নাগরিক তো থাকে না।উত্তর কোরিয়ার কোনো নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে রয়েছে কিনা জানতে চাইলে মোজাম্মেল বলেন, "এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।"

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অপরাধ প্রবণতা রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গেছে। সেসব পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে, নতুন কেউ যেন পাসপোর্ট না পায় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে।মেট্রোরেলের কাজে ঢাকা শহরে চলাচলের দুর্ভোগ লাঘবেও উদ্যেগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী।তিনি বলেন,দুর্ভোগ সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

কাজ শুরু করার আগে যেন ঘেরাও করে না রাখা হয়, কাজ শুরুর সময় যেন রাস্তা বন্ধ করা হয়।

সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আইন-শৃঙ্খলা বহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার: দুই বছরের সেরা ঢাকা অ্যাটাক ও পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।।একসঙ্গে দুই বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করেছে সরকার, যেখানে 'ঢাকা অ্যাটাক' ২০১৭ সালের জন্য এবং একটি অটিস্টিক শিশুর বেড়ে ওঠা নিয়ে নির্মিত 'পুত্র' ২০১৮ সালের সেরা সিনেমার পুরস্কার পাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ দুই বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।'সত্তা' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শাকিব খান এবং 'ঢাকা অ্যাটাক' এর আরিফিন শুভ যৌথভাবে ২০১৭ সালের সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাচ্ছেন।আর 'হালদা' সিনেমায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ২০১৭ সালের সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পাচ্ছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা।২০১৮ সালের সেরা সিনেমা 'পুত্রে' অভিনয়ের জন্য ফেরদৌস এবং 'জান্নাত' সিনেমার জন্য সাইমন সাদিককে যৌথভাবে সেবা অভিনেতার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।'দেবী' চলচ্চিত্রের জন্য জয়া আহসান পাচ্ছেন ২০১৮ সালের সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার।পুরস্কার জয়ের খবরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাইমন গ্লিটজকে বলেন, "এটা আমার জীবনের সেরা অর্জন।"

সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার সম্মানে ডিএসসিসিতে আজ ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। অবিভক্ত সিটি করপোরেশনের মেয়র মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) কর্তৃপক্ষ। সাবেক মেয়রের সম্মানে আজ (৭ নভেম্বর) পূর্ণ দিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বুধবার (০৬ নভেম্বর) ডিএসসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় এ তথ্য জানান।তিনি জানান, অবিভক্ত সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে করপোরেশনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, অফিস ছুটি ঘোষণা করা হয়।বৃহস্পতিবার করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় নগর ভবনসহ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ বন্ধ থাকবে।তবে সিটি করপোরেশনের জরুরি সেবাসমূহ এ ছুটির আওতামুক্ত থাকবে বলে জানান উত্তম রায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ডিএসসিসির ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার সময় নগর ভবন প্রাঙ্গণে মরহুম সাদেক হোসেন খোকার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৪ নভেম্বর বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী খোকার মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার তার মরদেহ দেশে এসে পৌঁছানোর কথা।সাবেক মেয়রের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন ডিএসসিসির মেয়র সাঈদ খোকন।

বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগে মাহাথিরকে আহ্বান ইমরান আহমদ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ০৭।। মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজারে বাংলাদেশের কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে মাহাথির মোহাম্মদের কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাতকালে এ সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী। এসময় তিনি মাহাথিরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বার্তাও পৌঁছে দেন।সাক্ষাৎকালে ভ্রাতৃপ্রতীম দু'দেশের মধুর সর্মকের কথা উল্লেখ করে বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য মাহাথির মোহাম্মদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ইমরান আহমদ। এ সময় বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমবাজারের বিষয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশের কর্মীদের নিয়োগের ব্যাপারে ফলপ্রসু আলোচনাও হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা ও মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন ! কি করবেন জেনে নিন

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হলে মলত্যাগ করতে সময় লাগে এবং মল শক্ত ও ছোট আকারের হয়। পেটে চাপ বা কোত দিয়ে মলত্যাগ করতে হয় এবং করার পরও অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়।এ ছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, তলপেট ও পিঠে ব্যথা হয় এবং পেটব্যথা, পেটফাঁপা ও বমির উদ্রেক হয়। তবে একটু সতর্ক হলেই এ রোগের কষ্ট দূর করা যায়। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস ও অর্শের সমস্যা হয়ে থাকে।আসুন জেনে নিই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় যা করবেন আর যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন।কোষ্ঠকাঠিন্যে কী করবেন?১. অনেক অসুখের মূলেই আছে ভুল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস। অনেকেই শাকসবজি খান না। আবার অনেকের জল খেতে অনীহা।২. দিনে ৩-৩.৫ লিটার জল পান করুন। শীতের সময় কিছুটা কম হলেও চলে।৩. রোজকার ডায়েটে রাখুন পাঁচ রকমের শাকসবজি। আলু-পেঁয়াজ ছাড়া সময়ের সব রকমের সবজি খেতে হবে। ঢেঁড়স কনস্টিপেশন কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।৪. যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তারা নিয়ম করে দুবেলা ঢেঁড়স খেলে সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।. পালং শাক থাকুক মধ্যাহ্নভোজনে।৬. কুমড়ো, লাউ, পটোলসহ সময়ের সবজি খেতে হবে। খোসাসহ সবজি খাওয়া উচিত।৭. কলা, পেয়ারা, লেবু, আম, জামসহ বেশিরভাগ ফলেই ফাইবার আছে। নিয়ম করে দিনে ৩-৪টি ফল খেলে ভালো হয়।কী করবেন না১. বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে চাপ দেবেন না। এতে সমস্যা বাড়ে।২. নিয়মিত ব্যায়াম করে ওজন ঠিক রাখুন। বাড়তি ওজন পাইলসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।৩. ভারী জিনিস তুলবেন না।৪. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিতে হবে।৫. মদ্যপানে সমস্যা বাড়ে।৬. ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন।৭. খাবাবের নামে ঝলসানো মাংস খাবেন না।৮. ময়দার খাবার খেলে সমস্যা বাড়ে। চাউমিন ময়দায় তৈরি হয়। মোমোও তাই। সুতরাং এ ধরনের খাবার বাদ দিন।৯. কেক, বিস্কুট মাত্রা রেখে খান। পরিবর্তে খই, ওটস খেতে পারেন।পাইলস হলে সময় নষ্ট না করে শুরুতেই চিকিতসকের পরামর্শ নিন।

ধর্ষণ নিয়ে কার্তিকের বিতর্কিত সংলাপের জন্য প্রকশ্যে ক্ষমা চাইলেন ভূমি

ট্রেলার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই চর্চায় রয়েছে ”পাতি পাতনি অর ওহ” ছবির কলাকুশলীরা। তবে বলা বাহুল্য, অনন্যা এবং ভূমির চেয়ে নজর কেড়েছেন কার্তিক আরিয়ান। ছবিতে ব্যবহৃত একটি সংলাপে নেটিজেনদের আক্রমণের শিকার হন এই তারকা। ছবিতে অভিনেতাকে বলতে দেখা যায়, ”স্ত্রীয়ের থেকে সেক্স চাইলে আমরা ভিখারি, তাকে না দিলে আমরা অত্যাচারী। আবার কোনও ভাবে ওর সেক্স নিলে আমরা ধর্ষক।” আর এরপরেই শুরু হয় বিতর্ক। কীভাবে এই সংলাপ ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা কী করে কার্তিকের মতো একজন তারকা বললেন তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্ষণের মতো বিষয়কে কীভাবে নির্মাতারা ছবিতে ব্যবহার করলেন, পাশাপাশি এই বিষয়কে মজার ছলে দেখানোয় নেটিজেনরা ক্ষেপেছেন নির্মাতাদের ওপরে। তবে এবার মাঝপথে শান্তির প্রতীক হতে দেখা গেল কার্তিকের সহ-অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকরকে। অভিনেত্রী বলেন, কারও যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে আমরা দুঃখিত।ভূমি এক সাক্ষাতকারে জানান, ”আমরা কাউকে আঘাত করে চাইনি। যদি আমাদের দ্বারা কেউ অপমানিত বা আঘাত পেয়ে থাকেন আমরা দুঃখিত। আমাদের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যারা ”পাতি পাতনি অর ওহ” সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁরা কেউই কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনও কথা বলতে চাননি এবং আঘাত করতে চাইনি।” তবে ভূমির মন্তব্যে চিঁড়ে ভিজল না। বরং নেটিজেনদের পালটা জবাব, শুধুমাত্র ছন্দ মেলানোর জন্য এই ধরণের সংলাপ ছবিতে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অভিনেতারা বলে যাচ্ছেন। চাইলে তিনি নাও বলতে পারতেন, কিন্তু কার্তিক এমনটা করেননি। তবে শুধু এই একটি সংলাপই নয়, ছবির অনান্য সংলাপেও আপত্তি তুলেছেন তারা। যদিও ট্রেলার প্রকাশ্যে আসার পর থেকে ভাল প্রতিক্রিয়া মিললেও শেষে অভিনেতার এই ডায়লগ কেড়ে নিয়েছে সব আকর্ষণ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত ঝড় নেমে গেছে। গোটা টিমকেই আক্রমণ করা হচ্ছে।

চলচ্চিত্র উতসবে প্রসেনজিতের না থাকার পিছনে রয়েছে ”অভিমান”

কলকাতা- ৮ নভেম্বর অর্থাত শুক্রবার থেকেই শুরু হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব। প্রতি বছরের মতোই এবারেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বসবে চাঁদের হাট। কিন্তু এবারের চলচ্চিত্র উতসবে নাকি উপস্থিত থাকবেন না প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। এমনই শোনা যাচ্ছে টলি পাড়ায়।অগস্ট মাসে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হয় প্রসেনজিততে। তার পরে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী এই পদে নিযুক্ত হন। চেয়ারম্যান পদে রাজ চক্রবর্তীর নিযুক্ত হওয়া নিয়ে বিতর্কও হয় অনেক। অভিনেত্রী তথা পরিচালক অপর্ণা সেনও এর প্রতিবাদ জানান। এমনকী তিনিও এই কমিটি থেকে বেরিয়ে যান। আর এই ঘটনা ঘিরেই অভিমান প্রসেনজিতের।এক সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি বলেছেন, তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না তা এখনও জানেন না। কারণ সেই সময়ে মুম্বইয়ে একটি শ্যুটিং-এ থাকার কথা তাঁর।যদিও চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের ঘটনায় খারাপ লাগা এখনও থেকে গিয়েছে অভিনেতার। প্রসেনজিত এই প্রসঙ্গে বলছেন, তাঁর খারাপ লাগা ভুলে যেতে সময় লাগবে। কিন্তু তবুও তিনি চলচ্চিত্র উতসবের পাশে রয়েছেন।কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, এই অভিমানের কারণেই নাকি তিনি আসতে ইচ্ছুক নন চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তিনি জানিয়েছেন, আসলেও মঞ্চে তিনি বসবেন না।আগামী কাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, রাখী গুলজার, জয়া বচ্চন, মহেশ ভাট-সহ আরও অনেকে।শুক্রবার অর্থাত ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব। অতঃপর শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিও চরম পর্যায়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বসছে চাঁদের হাট। উপস্থিত থাকছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, রাখী গুলজার, জয়া বচ্চন, অমিতাভ বচ্চন এবং মহেশ ভাট-সহ আরও অনেকেই। সূত্রের খবর বলছে, বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খানও আসছেন চলচ্চিত্র উতসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে। এবার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কমিটির নয়া চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তীও বেশ আশাবাদী। তবে এই তারকাখচিত অনুষ্ঠানের মাঝে প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় কী থাকছেন? এই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই উঠেছে।গত আগস্ট মাসেই কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন অভিনেতা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। তারপর উতসবের যাবতীয় কমিটির সদস্যপদ থেকে সরেও গিয়েছেন তিনি। তাঁর বদলে কমিটির নয়া চেয়ারম্যান হয়েছেন রাজ চক্রবর্তী। যার জন্য জোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে পরিচালককে। অভিনেত্রী তথা পরিচালক অপর্ণা সেনও কমিটির চেয়ারম্যান পদে রাজ চক্রবর্তীকে বসানো নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এমনকী, রাজ কর্তৃক পরিচালিত কমিটিতে থাকতে নারাজ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন অপর্ণা। আর এই গোটা ঘটনায় অনেকেই তাতে রাজনৈতিক গন্ধ পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন রাত পোহালেই তো চলচ্চিত্র উতসব শুরু। মান-অভিমান ভুলে প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় কি পা রাখছেন মঞ্চে?প্রাক্তন চেয়ারম্যানের উপস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা হয়েছে বিস্তর। চলচ্চিত্র উতসবে থাকার আমন্ত্রণও পেয়েছেন তিনি। তাহলে? সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের কাছে এপ্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অভিনেতা। প্রসেনজিতের কথায়, আমন্ত্রণ পেলেও উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, সে সময়ে মুম্বইয়ে একটা শুট রয়েছে। সেই কাজে হয়তো যেতে হতে পারে। তবে খারাপ লাগাটা যে পুরোপুরি ভুলে গিয়েছেন এমনটাও নয়! কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব সবার জন্যে, তাই সর্বতোভাবে এর পাশে রয়েছেন তিনি। অন্যদিকে সূত্রের খবর বলছে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও মঞ্চে বসবেন না প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। বাকি উত্তর সময় আসলেই পাওয়া যাবে।

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

ব্লাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রোটিন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব। তিসির লাড্ড। মুখে দিলেই আহা। হুধুই কি লাড্ডু, হেঁশেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলেশেষ করা যাবে না। তিবীজ ফাইবার, ওমেগা থ্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস। তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে?

১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই আছে।

তিসির গুণ জেনে নিন—

ওজন কমায়— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে।ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাড ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চা চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে। খারাপ কোলেস্টেরল কমায়— গবেষকদের দাবি,শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে। হজমে সাহায্য— শরীরের দূসিত পদার্থবের করে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতেল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়। ক্যানসার প্রতিরোধী --- তিসিতে রয়েছে প্রচুর ফাটোঅ্যাস্ট্রোজেনিক লিগ্নান্স। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্তন, প্রস্টেট ওভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরাধ করে। হার্ট সুস্থ --- তিসিবীজে রয়েছে আল ফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাঞ্চের পর অল্প একটু তিসি চিবোলে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের।

সুন্দর ত্বক, চুল, নখ— প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়। স্কিন ও নখকে স্বাস্থ্যবান করে।

“ম্যায় তেরি নজর কা সুরুর হু” গানে নেট দুনিয়া মাত করলেন শ্রেয়া ঘোষাল

১৯৬৪ সালের ছবি ”জাহানারা” র কিংবদন্তী গান ”ম্যায় তেরি নজর কা সুরুর হু” গাইলেন শ্রেয়ীমুম্বই: কোনও বাদ্যযন্ত্র ছাড়া খালি গলায় গান গেয়ে ফের একবার সোশ্যাল মিডিয়া মাত করলেন শ্রেয়া ঘোষাল! ১৯৬৪ সালের ছবি ”জাহানারা” র কিংবদন্তী গান ”ম্যায় তেরি নজর কা সুরুর হু” গাইলেন শ্রেয়া। নিজেই সেই ভিডিও পোস্ট করলেন ইনস্টাগ্রামে, ক্যাপশনে লিখেছেন ”এমনিই গান গাইতে ইচ্ছে করল”! ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় শেয়ার হতেই ভাইরাল! লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভিউ!শুনুন শ্রেয়ার গান--বরাবরই সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ শ্রেয়া ঘোষাল। দিন কয়েক আগে ”ভাইরাল” হয় শ্রেয়ার ”চুমু” খাওয়ার ভিডিও! হ্যাঁ চুমুই বটে! তবে জিরাফকে! তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন কেনিয়ার নাইরোবিতে।ঢুঁ মারলেন জিরাফ সেন্টারে। জিরাফ কনসারভেশনের জন্যই বানানো হয়েছে এই বিশেষ সেন্টার। সেখানে গিয়ে খুশিতে আটখানা শ্রেয়া! জিরাফকে খাবার খাওয়ানোর সময় আদর করে চুমুও খেলের জিরাফের মুখে! নিজেই সেই মিষ্টি ভিডিও পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়!

প্রকাশ্যে এল সাগরদ্বীপে যকের ধন- এর ট্রেলর, দেখতে ভুলবেন না যেন

”হেমলক সোসাইটি”, ”হাইওয়ে”-এর পর ফের বড় পর্দায় একসঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন কোয়েল মল্লিক এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ফের এক নয়া রহস্য। আর সেই রহস্যের উন্মোচনে সাগরদ্বীপে হাজির যকের ধন-এর গোটা টিম। সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত ”সাগরদ্বীপে যকের ধন” ছবিটির থ্রিডি পোস্টার এবং নজরকাড়া টিজার দেখে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। আজই মুক্তি পেল ”সাগরদ্বীপে যকের ধন” ছবিটির ট্রেলর। রোমাঞ্চের নেশায় দুই বন্ধু পৌঁছে গিয়েছেন সাগর পাড়ে। বিপদসংকুল এই যাত্রাপথে তাদের সঙ্গী এক ডাক্তার। এই ত্রয়ীর রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের আর এক ঝলক এবার প্রকাশ্যে এল।ছবির ট্রেলরেই প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে রহস্য এবং রোমাঞ্চ। আর রোমাঞ্চের প্রতিটি ধাঁধায় রয়েছে সমাধানের পথ। সেই ধাঁধাকে স্মরণ করেই রহস্য উন্মোচনে এগিয়ে যাবে বিমল, কুমার, এবং রুবি। চলার পথে একের পর এক ঘাত-প্রতিঘাত, সঙ্গে দূরদেশে বিপদের হাতছানি।

মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী টার্কিশ মধু

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের হাক্কারি প্রদেশের উৎপাদিত মধু জনপ্রিয় মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী। এতদিন নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মানুকা মধু বাজারের অন্যসব মধুর চেয়ে বেশি ওষুধিগুণ সম্পন্ন বলে গণ্য করা হতো। মানুকা নামক এক প্রকার ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদের ফুল থেকে এ মধু উৎপাদন করাহয়। এ মধুতে এক প্রকার অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বিদ্যমান যা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে।

গবেষকরা বলছেন, টার্কিশ মধুতে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা মানুকা মধুর চেয়েও বেশি। তুরস্কের ট্র্যাবজোন শহরে অবস্থিত কারাদেনিজ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি রড় গবেষকরা জানান এ তথ্য। তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত মধুর উপর এ গবেষণা চালানো হয়।গবেষকদের সদস্য সেভগি কোলাহ বলেন, ‘হাক্কারি প্রদেশের ফুল থেকে উৎপাদিত মধু ব্যাটকেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে এবং তা মানুকা মধুর চেয়েও অধিক কার্যকর। এছাড়াও বিভিন্ন জাতের বাদাম ও ওক থেকে উৎপাদিত মধুতেও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষতি হয়েছে। সেভগি কোলাহ আরও বলেন, গাঢ় রঙের মধুতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বেশি থাকে এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বেশি থাকে হালকা রঙের মধুতে। তুরস্ক উভয় প্রকার মধু উৎপাদনেই নির্ভরতার প্রমাণ দিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মধু উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক তৃতীয় ।চীন ও আর্জেন্টিনার পরেই অবস্থান করছেদেশটি।

কুকুর মালিকদের মৃত্যু ঝুঁকি কম

কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম, বলছেন সুইডেনের একদল গবেষক। প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি সুইডিশের উপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য জানাচ্ছেন তারা।

গবেষণায় ৪০ থেকে ৮০ বছর বয়সী সুইডিশদের মেকিডেল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষকরা বলছেন, কুকুর পালন মানুষের শারীরিক কার্যকলাপ ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যা হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি কমায়।

তাছাড়া কুকুর মাইক্রোবায়োম নামে পরিচিত কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকেও মালিককে সুরক্ষা দেয়। কুকুর পালনে ঘরের ধূলাবালি, ময়লা ইত্যাদির পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়াকেও প্রভাবিত করে। যেসব মানুষ একাকী বসবাস করেন তাদের বিশেষ সরক্ষা দেয় কুকুর। গবেষকদলের প্রধান মিয়েনইয়া মুবাংগা বলেন, একাকী বসবাসকারী কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ কম এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কম ১১ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, এর আগে গবেষণায় দেখা যায় একাকী বসবাসকারী মানুষদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি। সুতরাং, একাকী মানুষের জন্য কুকুর হয়ে উঠতে পারে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

কিছু শিকারি প্রজাতির কুকুর যেমন--- রিট্রাইভার, হাইন্ড, টেরিয়ার ইত্যাদি পালন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে অধিক কার্যকরী।

বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স রিপোর্টসে প্রকাশিত ও গবেষণাপত্রটি তৈরি হয়েছে ২০০১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

জাতীয় তথ্যভান্ডার থেকে এ সময়ের মধ্যে সুইডেনের হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে আগত নাগরিকদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০০১ সালে থেকে কুকুর মালিকদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয় সেদেশে।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত সিপিএম'র হলসভায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বহু তারকার সমাবেশে ১৫ নভেম্বর থেকে উমরাংসোতে শুরু হবে ফেলকন উৎসব

হাফলং (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : গলফ কোর্স কপিলি হ্রদ ও আমুর ফেলকন পাখির জন্য এখন উমরাংসোর টুংবুং গ্রাম বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। নভেম্বর মাস আসতে না-আসতেই উমরাংসোতে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে আমুর ফেলকন পাখি। আর এই সময়টাতেই ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোতে প্রচুর পর্যটক আসেন আমুর ফেলকন পাখি দেখতে। ডিমা হাসাও জেলা বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরই নভেম্বর মাস থেকে প্রচুর আমুর ফেলকন পাখি আসতে থাকে উমরাংসোর কপিলি হ্রদে। সাইবেরিয়া থেকে আগত পরিযায়ী আমুর ফেলকন পাখি উমরাংসোতে ৪০ থেকে ৫০ দিন কাটিয়ে ফিরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। আর এর জন্যই উমরাংসো এখন পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তাই ডিমা হাসাও জেলার পর্যট শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে জাটিঙ্গা উৎসবের পর এবার আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে উমরাংসোতে হতে যাচ্ছে তিনদিনের ফেলকন উৎসব। ১৫ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় ফেলকন উৎসবের আয়োজক উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। ফেলকন উৎসবে এবার বড় বড় তারকার সমাবেশ ঘটবে বলে আয়োজকদের কাছে জানা গিয়েছে।

উমরাংসোর টুংবুং গ্রামের কাছে কপিলি হ্রদ এবং গলফ কোর্সের পাশেই এই ফেলকন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ নভেম্বর ফেলকন উৎসবের উদ্বোধন হবে।

তিনদিনের ফেলকন উৎসবে এবার থাকব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফ্যাশন শো, মিস গ্র্যান্ড ফেলকন, খেলাধুলো, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিউজিক্যাল নাইট, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় খাবারের স্টল-সহ বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর হস্ততাঁত ও বয়নশিল্পের প্রদর্শনী ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ফেলকন উৎসবের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ।

রবিবার অসমে টেট পরীক্ষা, পাথারকান্দির তিনটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবেন ১৯১২ জন

পাথারকান্দি (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ১০ নভেম্বর রবিবার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (টেট)। সুষ্ঠুভাবে টেট সম্পন্ন করতে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মোট তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) পরিচালিত এই টেট পরীক্ষা এবার প্রথমবারের মতো পাথারকান্দিতে অনুষ্ঠিত হবে। তাই এই পরীক্ষা যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনটি কেন্দ্রের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ব্যাপক উৎসাহিত।

বিভাগীয় নির্দেশে পাথারকান্দি নির্বাচন কেন্দ্র এলাকার পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পাথারকান্দি কলেজ ও চাঁদখিরার স্বামী বিবেকানন্দ কলেজকে ইতিমধ্যে টেট পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের নির্দেশে প্রতিটি কক্ষে সিসি ক্যামেরা ও কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে বসানো হবে মোবাইল জ্যামারও।

এলাকার মোট তিন পরীক্ষা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বিশেষ পরিসংখ্যানে জানা গেছে, পাথারকান্দি কলেজে একই দিনে নিম্ন ও মধ্য প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪০,, পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ২৬৪ এবং চাঁদখিরার স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে ১,০০৮ জন পরীক্ষার্থী বিশেষ এই টেট পরীক্ষায় বসবেন।

এ ব্যাপারে করিমগঞ্জ জেলা সদরে আসন্ন টেট পরীক্ষার প্রস্তুতি-সহ নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জদের উপস্থিতিতে বিশেষ টেট পরীক্ষা সংক্রান্ত বেশকিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পাথারকান্দির তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিতে জেলা শিক্ষা বিভাগের পক্ষে প্রশাসনের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিজেপির সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

'বুলবুল' ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ফের কপালে চিন্তার ভাঁজ আমজনতার

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.) : অসময়ের বৃষ্টি যেন ২০১৯ এর বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে। আবহাওয়া অফিস পুজোতে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলঊ জানিয়েছিল অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এই রাজ্যে থেকে বিদায় নেবে বর্ষা। আবহাওয়া অফিসের এই খবরে সাময়িক স্বস্তি মিললেও ফের বড়সড় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আর তাতেই 'বুলবুল' নামে এই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ফের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমজনতার।

শরৎকালে শ্রাবনের অকাল বৃষ্টি পুজোর আনন্দ অনেকটাই মাটি করে দিয়েছিল। সেই রেশ রয়ে গিয়েছে এখনও। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই প্রবল শক্তি ধারন করে পশ্চিমবঙ্গের উপর আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। গত দুদিন কলকাতার আকাশ বেশ পরিস্কার রৌদ্রজ্জ্বল থাকলেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার হয়ে রয়েছে। বেলা বাড়লেও সেইভাবে সূর্যদেবতার দর্শন মেলেনি। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে মহানগরবাসীর। তাহলে কি শীতের শুরুতে আরও একবার বৃষ্টিতে নাকানিচোবানি খেতে হবে সাধারণ মানুষের? তেমনটাই বলছে আবহাওয়া অফিস।

ভারতীয় মৌসম ভবনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলের উপর আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। যার রেশ চব্বিশ থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। উত্তর উপকূল হয়ে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসা এই ঘূর্ণিঝড় প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে তার পর সেটি বাংলাদেশের দিয়ে চলে যাবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

এই বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও উত্তর উপকূলীয় রাজ্য ওড়িশার বিভিন্ন জেলাতেও আগামী ৯ এবং ১০ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতেও আগামী ১০ এবং ১১ নভেম্বর ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে ওড়িশা সরকারের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের উপর তাঁরা সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। যাতে বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা দুর্ঘটনা না ঘটে সেই জন্য সবাইকে আগাম সর্তক করে দিয়েছে ওড়িশা

সরকার।আইএমডি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, বুলবুল নামের যে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছে সেটি ওড়িশা উপকুলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা কম রয়েছে। আইএমডি'র স্পেশাল রিলিফ কমিশনার প্রদীপ জিনা বুধবার জানিয়েছেন, যতক্ষন না পর্যন্ত পুরো ঘূর্ণাবর্তটি তৈরি হচ্ছে তার পুরো ছবি না দেখে এই ঝড়ের ভাবগতি সম্পর্কে এখনও কিছু বলা যাচ্ছেনা। তবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় যে এই রাজ্যে বুলবুল ধেয়ে আসছে তা নিশ্চিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে মৌসম ভবন।

উদ্ধার চিনা মাঞ্জার সুতো, গ্রেফতার ১

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স): বেনিয়াপুকুর থানা এলাকা থেকে উদ্ধার চিনা মাঞ্জার সুতো। গ্রেফতার করা হয়েছে ১ জনকে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতে নিষিদ্ধ হয় চিনা মাঞ্জার সুতো। কিন্তু তারপরও গোটা দেশে চলছে এই মাঞ্জার ব্যবহার। ব্যতিক্রম নয় শহর কলকাতাও। বেনিয়াপুকুর থানা এলাকায় একটি দোকানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল ১৬ টি হাজার মিটারের চিনা মাঞ্জার সুতো। গ্রেফতার করা হয় বিক্রেতাকেও।

চিনা মাঞ্জার কারণে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে মা ফ্লাইওভারে। আহত হচ্ছেন বাইক আরোহীরা। যে কারণে মা ফ্লাইওভারের গার্ডওয়াল থেকে ৭ থেকে ৮ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত জাল লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সেকাজ এখনও পর্যন্ত শুরু হয়নি। গত আগস্ট মাসে দিল্লিতে এই মাঞ্জার কারণে মৃত্যু হয় সাড়ে চার বছরের ইশিকার। সনিয়া বিহার এলাকার বাসিন্দা ইশিকা বাবা মা''র সঙ্গে বাইকে চেপে জমুনা বাজারের হনুমান মন্দিরে যাচ্ছিল। দিল্লির খাজুরি খাস এলাকার কাছে রাস্তায় ঝুলতে থাকা এক চিনা মাঞ্জার সুতোয় তার গলা কেটে যায় ইশিকার। ঘটনায় মারা যায় ইশিকা। মৃত্যু শুধু দিল্লিতেই হয়নি। হয়েছে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাতেও। এরাজ্যের মেদিনীপুরেও ঘটেছে একই ঘটনা।

ওই সুতো গলায় জড়িয়ে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। তারপরও হেলদোল নেই কারও। ক্রেতারা কিনছেন ওই মাঞ্জার সুতো। চাহিদার জন্য বিক্রেতারাও রাখছেন লুকিয়ে চুরিয়ে। যেমনটা দেখা গেল বেনিয়াপুকুরে। মা ফ্লাইওভারের অনতিদূরেই ওই এলাকা। ৪২ নম্বর জাননগর লেন। সেখানেই শেখ শাহজাদার দোকানে অভিযান চালায় পুলিশ।

উদ্ধার হয় ১৬ টি চিনা মাঞ্জার সুতোর লাটাই । প্রতিটি ১ হাজার মিটার করে। গ্রেফতার করা হয় বিক্রেতা শাহজাদাকে। চিনা মাঞ্জা দেওয়া সুতোও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

মুজফফরনগরে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি, স্বর্ণকারকে গুলি দুষ্কৃতীদের

মুজফফরনগর (উত্তর প্রদেশ), ৭ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতিঊ বুধবার রাতে মুজফফরনগরের নিউ মান্ডি থানার অন্তর্গত ভারতীয় কলোনিতে অবস্থিত একটি সোনার দোকানে হানা দেয় দুষ্কৃতীদের একটি দলঊ স্বর্ণকারকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে অবাধে লুটপাঠ চালায় দুষ্কৃতীরাঊ সোনার দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চারজন দুষ্কৃতীর ওই দলটি।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে ভারতীয় কলোনিতে অবস্থিত একটি সোনার দোকানে হানা দেয় দুষ্কৃতীদের একটি দলঊ মোট চারজন দুষ্কৃতী লুটপাঠ চালায়ঊ স্বর্ণকার অমরিশ গোয়েলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরাঊ সোনার দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চারজন দুষ্কৃতীর ওই দলটিঊ নিউ মান্ডি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও, দুষ্কৃতীদের এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনিঊ দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশঊ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই স্বর্ণকার বর্তমানে হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।

সাইনা-সিন্ধুর পর এবার চিন ওপেন থেকে বিদায় কাশ্যপের

বেজিং, ৭ নভেম্বর (হি.স.) : সাইনা নেহওয়ালের পর এবার চিন ওপেন থেকে বিদায় নিলেন পারুপল্লি কাশ্যপ। সাইনা প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেও টুর্নামেন্টে টিম টিম করে ভারতের আশা জিইয়ে রেখেছিলেন কাশ্যপ। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডে ডেনমার্কের প্রতিযোগী ভিক্টর এক্সসেন্সনের কাছে ২১ -১৩, ২১ -১৯ সেটে পরাজিত হয়ে চিন ওপেন থেকে বিদায় নিলেন। ভিক্টর ৪৩ মিনিটে লড়াই করে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান। এর আগে গত মাসে কাশ্যপ ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ড হংকংয়ের লং হ্যাঙ্গেসের কাছে হেরে টুর্নামেন্টের বাইরে চলে যান। বুধবার কাশ্যপের আগে এই টুর্নামেন্টে ভারতীয় মহিলা তারকা সাইনা নেওয়াল প্রথম ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্টের বাইরে চলে গেছেন।

টানা প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের পর টানা তিনটি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন সাইনা নেহওয়াল। এরপর হংকং ও কোরিয়া ওপেনে অংশ নেবেন হায়দরাবাদি শাটলার। তবে ৮০-মহিলা বিডব্লুউএফ বিশ্ব ট্যুর ফাইনালে সাইনা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা জাগরণমঞ্চ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নতুন বছরের আগেই চালু হবে সাঁতরাগাছি ফুটওভার ব্রিজ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.) : ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর এক বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে। সঙ্কীর্ণ সাঁতরাগাছি ফুটওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে যাতায়ত করতে হচ্ছে যাত্রীদের। তবে আর বেশিদিন যেতে হবে না। নতুন বছরের আগেই রেলের দক্ষিণ-পূর্ব শাখার জন্য সুখবর। নতুন ব্রিজ দিয়ে একসঙ্গে তিন হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে সাঁতরাগাছির বর্তমান ফুটওভারব্রিজে হুড়োহুড়ি করে যাতায়াতের সময় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু ও ১৪ জন আহত হয়েছিলেন। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ফুটব্রিজের সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এরপরই নতুন ব্রিজ নির্মাণে উদ্যোগী হয় রেল। সেই ব্রিজের কাজই শেষের পথে।

সবকিছু ঠিক থাকলে ডিসেম্বরই খুলে দেওয়া হতে পারে সাঁতারাগাছির ফুটওভার ব্রিজ। দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সঙ্কীর্ণ ফুট ব্রিজের বদলে বিকল্প ভাবনা শুরু করেছিল রেলের কর্তারা। রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে চওড়া ফুটওভার ব্রিজ হতে চলেছে এটি। নতুন এই ফুটওভার ব্রিজটি প্রস্থে ১২ মিটার। সাঁতরাগাছি স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সংখ্যা ৬টি। নতুন এই ফুটওভার ব্রিজটি ১ নম্বর থেকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সংযোগ থাকবে। এতদিন ভিড় কিংবা তুলনায় হাল্কা সময়েও হেঁটেই সরু ব্রিজটিতে উঠতে হত। নতুন ফুটওভার ব্রিজে উঠতে আর সেই ঝক্কি পোহাতে হবে না। কারণ বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের সুবিধার্থে থাকছে এস্কেলেটর ও লিফটের সুবিধা। তবে প্রাথমিকভাবে সিঁড়ি দিয়েই যাতায়াত করতে হবে। ধীরে ধীরে লিফট ও এস্কেলেটর ব্যবহার করা হবে।

বৃহস্পতিবারও কলকাতার বাতাসে বিষ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স): কলকাতার বাতাসে এখন বিষ । আর তা বোঝা যাচ্ছে কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স থেকে । আজ অর্থাত বৃহস্পতিবার কলকাতায় দূষণের পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূষণ বাড়ছেই । একই সঙ্গে দূষণের কবলে হাওড়ার শহরাঞ্চলও ।

আজ বেলা ১১টায় বালিগঞ্জে দূষণের মাত্রা ২০৩ মাইক্রোগ্রাম । ফোর্ট উইলিয়মে দূষণের মাত্রা ২৪১ মাইক্রোগ্রাম, যাদবপুরে ১৮৩ মাইক্রোগ্রাম, রবীন্দ্র সরোবরে ১৪২ মাইক্রোগ্রাম ও রবীন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৮ মাইক্রোগ্রাম ।

তবে খুব খারাপ অবস্থা হাওড়ার ঘুসুড়িতে ।সকাল ৬টা তেই ওই এলাকায় দূষণের মাত্রা ৩৫৪ মাইক্রোগ্রাম । সকাল ১১টায় দূষণের মাত্রা ৩৪৭ মাইক্রোগ্রাম । রিপোর্ট বলছে কালীপুজোর রাতেও দূষণের মাত্রা এতটা ছিল না। দিনদিন বাড়ছে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ। দূষণ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে খড়গপুর আইআইটির গবেষকদের নিয়ে কমিটি তৈরি করেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর।

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দূষণ মাপে। দূষণ মাপার যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে, ভিক্টোরিয়া, ফোর্ট উইলিয়াম, যাদবপুর, রবীন্দ্র সরোবর, বালিগঞ্জ, বিধাননগরে দূষণ অনেক বেশি। কালীপুজোর রাতের চেয়েও দূষণ মাত্রা বেড়েছে। আর এতেই আতঙ্কে পরিবেশবিদরা।

আন্দোলনকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে ৭ জন গ্রেফতার

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স): আন্দোলনকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে থেকে বৃহস্পতিবার সকালে ৭জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করল যাদবপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন উস্থির সভানেত্রী পৃথা বিশ্বাসও। প্রতিবাদে আজ রাজভবন অভিযান করবেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন এবার রাজভবনের দ্বারস্থ হতে চলেছে। রাজ্যপালের কাছে সময় চাওয়া হয়েছে শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে। রাজ্যপাল সময় দিলেই সেখানে যাবে শিক্ষক প্রতিনিধিদল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতে তোলা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বুধবার বিকেলেই বলে দিয়েছিলেন, এই ভাবে রাস্তায় বসে অবস্থান করে ঠিক করছেন না প্রাথমিক শিক্ষকরা। আন্দোলনকারীরা পাল্টা বলেছিলেন, অবস্থান চলবেই। কিন্তু রাত গড়াতেই দেখা যায় পদক্ষেপ করল প্রশাসন। বাঘাযতীনে অবস্থানরত বহু প্রাথমিক শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁদের ছেড়েও দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে যাদবপুর থানা থেকে ডেকে পাঠানো হয় সংগঠনের সাতজন নেতৃত্বকে। তাঁরা যান থানায়। সেখানেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি অভিযান ঘিরে বুধবার দুপুর থেকেই স্তব্ধ হয়ে যায় যাদবপুরের বাঘাযতীন এলাকা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির দিকে এগোতে থাকা মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। বাঘাযতীন মোড়ে রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান শুরু করেন শিক্ষকরা। এরপর শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করার কথা জানান। শিক্ষক প্রতিনিধিরা যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। কিন্তু সেই বৈঠকেও ক্ষোভ মেটেনি। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী বললেন, 'রাস্তায় বসে পড়াটা কোনও পথ হতে পারে না। যুক্তিযুক্ত দাবি হলে সরকার শুনবে। কিন্তু তা যথপোযুক্ত জায়গায় বলতে হবে।' পাল্টা শিক্ষক প্রতিনিধিরা বললেন, রাস্তাতেই থাকবেন তাঁরা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষকদের বিষয়টি দেখেছেন। দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল। নতুন করে আর দাবি মানা সম্ভব নয়। ঘোষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি ওঁদের কিছু বলার থাকে তাহলে তা নিশ্চয়ই বলতে পারেন। কিন্তু তার একটা পদ্ধতি আছে। রাস্তায় বসে পড়লে হয় না। মানুষের অসুবিধে করে এই ধরনের আন্দোলন একেবারেই ঠিক হচ্ছে না।

গত জুলাই মাসে দীর্ঘ অনশনের পর জয় পেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। দাবি ছিল গ্রেড পে বাড়াতে হবে। শেষমেশ আন্দোলনের তীব্রতার সামনে মাথা ঝোঁকাতে হয় সরকারকে। ২৬০০ টাকা থেকে বেড়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রেড হয় ৩৬০০টাকা। কিন্তু তারপর দেখা দিয়েছে অন্য সমস্যা। আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী পৃথা বিশ্বাস জানান, গ্রেড পে বাড়লেও পে-ব্যান্ডের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ যার ভিত্তিতে বেতনের বেসিক বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তা প্রায় কিছুই হয়নি। তাঁর বক্তব্য, এতে প্রতিমাসে অসংখ্য প্রাথমিক শিক্ষক কয়েক হাজার টাকা হাতে কম পাচ্ছেন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, আসলে গ্রেড পে বেড়েছে ৩০০টাকা। বলা হয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনে বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন উস্থির দাবি, এই বেতন কাঠামো নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা হয়েছিল। তাঁদের সমস্যার কথা তাঁরা জানিয়েছিলেন। মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা সহমতও হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

ছয়ের পাতায়

পিসির বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ভাইঝি সহ ৩

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স): হরিদেবপুরের ডায়মন্ড পার্কে চিকিৎসকের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত সহ তিন জন। বৃহস্পতিবার সকালেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হল মাথায় কোপ বসানো বঁটিটিও। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসক অরূপকুমার দাসের স্ত্রীয়ের ভাইঝি ঐন্দ্রিলা রায়, বয়স ৩৪ বছর, ডাকাতির জন্য ভাড়া করা ব্যক্তি পবিত্র দেবনাথ, বয়স ২০ বছর ও প্রেমিক রূপম সমাদ্দার, বয়স ৩৯ বছর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে ঐন্দ্রিলা বিদেশে পাকাপাকি ভাবে যাওয়ার জন্য তার পিসেমশাই চিকিৎসক অরূপকুমার দাসের কাছ থেকে ১৯ লক্ষ টাকা চায়। সেই সময়ে তিনি ওই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তারপরই ঐন্দ্রিলা এই ডাকাতির ছক করে। পুলিশের দাবি ঐন্দ্রিলা প্রথমিক জেরায় জানিয়েছে, সে জানত তার পিসেমশাইয়ের ঘরে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা রয়েছে। আর সেই অনুসারেই সে রূপম সমাদ্দার ও প্রবীত্র দেবনাথকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতি ও একইসঙ্গে সম্পূর্ণ পরিবারকে প্রাণে শেষ করে দেওয়ার ছক কষে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটির যুবতী ঐন্দ্রিলা এবং হরিদেবপুরের ডায়মন্ড পার্ক আবাসনের শালমনি সম্পর্কে পিসতুতো মামাতো বোন। সমবয়সী হওয়ায় দু'জনের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। মাঝেমধ্যেই দিদি শালমনির কাছে যেত ঐন্দ্রিলা। বুধবার দুপুরেও গিয়েছিল। পুলিশ জানায়, ঘটনার দিন তিন জন প্রথমে টালিগঞ্জে জমায়েত হয়। তারপর সেখান থেকে ঐন্দ্রিলা ও প্রবীত্র চিকিৎসক অরূপকুমার দাসের বাড়ি যায়। রূপম তাদের অস্ত্রদিয়ে ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করে ছিল বলে দাবি। সেখানে যাওয়ার আগে তারা জানত না যে চিকিৎসক অর্থাৎ তার পিসেমশাই বাড়ি নেই। সেসময় শালমনি স্নান করছিলেন। বাড়িতে ছিলেন পরিচারিকা কল্পনা। বাড়িতে গিয়ে প্রথমে দরজার বেল বাজায়। সেই সময়ে পরিচারিকা যেহেতু ঐন্দ্রিলাকে আগে থেকেই চিনত, তাই সে তাকে দরজা খুলে দেয়। ঘরে ঢুকে ঐন্দ্রিলা দেখে শালমনি বাথরুমে স্নান করছে। তখন সে পরিচারিকাকে প্রথমে এক গ্লাস জল আনতে বলে। এরপর পরিচারিকা রান্নাঘর থেকে জল নিয়ে আসার সময়ে হঠাৎই তার মাথায় হাতুরির ঘা বসায় ঐন্দ্রিলা। কল্পনার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন শালমনি। তাঁকেও বঁটির কোপ মারা হয়। সেই সময়ে আহত অবস্থায় ভয়ে শালমনি আলমারির চাবি দিয়ে দেয়। দু'জনই অজ্ঞান হয়ে গেলে পবিত্রকে বাড়িতে ডেকে নেয় ঐন্দ্রিলা ও রূপম। লুটপাটের জন্যই পবিত্র নামের ওই যুবককে ভাড়া করা হয়েছিল। তারপরই তারা আলমারি থেকে নগদ লক্ষ্যাধিক টাকা ও প্রচুর সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশকে জেরায় ঐন্দ্রিলা জানিয়েছে, তার লক্ষ্য ছিল তাদের দুজনকেই প্রাণে মেরে ফেলার। কিন্তু বাড়িতে অতিরিক্ত চিৎকার হওয়াতেই তারা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, লুটের পর ঐন্দ্রিলা, রূপম পোশাক পরিবর্তন করে নেয়। তারপর পালিয়ে যায়। গোটা ঘটনার কিনারা করে পুলিশ জানিয়েছে, যে পোশাক পরে তারা লুটপাট চালিয়েছে, প্রমাণ লোপাটের জন্য সেই পোশাক তারা ভ্যাটে ফেলে দেয়। হরিদেবপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনার কিনারা করে ফেলে। জানা গেছে, ঐন্দ্রিলা বিবাহবিচ্ছিন্না। পুলিশের দাবি, জেরায় ঐন্দ্রিলা জানিয়েছে বিদেশে যাওয়ার জন্য ১৯ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে চাইছিল সে। সেই টাকা চাইতেই পিসির মেয়ের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু অত টাকা দিতে রাজি হননি পেশায় চিকিৎসক তার পিসেমশাই বা পিসতুতো দিদি। তাই লুটের ছক কষে।

৭ জন গ্রেফতার

পাচের পাতার পর

শিক্ষকদের অবস্থানের ফলে যাদবপুর-গড়িয়া যোগাযোগ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি থেকে বৈঠক করে ফিরে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেন শিক্ষক নেতৃত্ব। সেখানে ঠিক হয় অবস্থান চলবে। তবে রাস্তা থেকে লাগোয়া একটি পার্কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কর্মসূচি। আপাতত অবস্থান স্থগিত করেছে শিক্ষক সংগঠন। তারা চাইছে, গোটা ব্যাপারটা রাজভবনকে জানাতে। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর কি বলেন সেটা দেখে নিয়েই আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা ঠিক করবেন বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভুট্টার চাষ বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.): বাংলায় শিল্প বিকাশের অনুঘটক হিসাবে ভুট্টার চাষ বাড়ানোর উপর অগ্রাধিকার দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।
সূত্রের খবর, বর্তমানে বাংলায় বছরে প্রায় ১৫ লাখ মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়। আগামী দু' বছরের মধ্যে উৎপাদনের এই অঙ্ক ২০ লাখ মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। কারণ পোলট্রি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও জৈব জ্বালানিতে অন্যতম উপাদান ভুট্টা।
মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক খাবারের তালিকায় ভুট্টা বা ভুট্টাজাত সামগ্রীর চল বেড়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যে পোলট্রি শিল্পে মুরগিদের খাবারের অন্যতম উপাদান ভুট্টা ও ধানের তুষ, যার অনুপাত ৬০:৪০।এই বছরও সর্বভারতীয় স্তরে মূলত ভুট্টায় উৎপাদনের নিরিখে রাজ্য কৃষিকর্মণ পুরস্কার পেয়েছে। ২০১১-তে রাজ্যে ভুট্টার উৎপাদন ছিল বছরে ৩ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে তা পাঁচ গুণ বেড়েছে। তৃণমূল সরকারের দাবি, গত আট বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে কৃষি বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস চালানো হয়েছে সচেতন ভাবে।

সনেপ্রেমীদের বাড়তি নজর কাড়তে চলেছে 'মিঃ জোনস'

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা ঘন্টা, আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের উৎসবে কিন্তু সিনেপ্রেমীদের বাড়তি নজর কাড়তে চলেছে পোল্যান্ডের পরিচালক অ্যাগনিয়েস্কা হল্যান্ডের ছবি 'মিঃ জোনস'।
'মিঃ জোনস' আদপে একটি ডকু ফিচার ফিল্ম। পরিচালক অ্যাগনিয়েস্কা হল্যান্ড মূলত পোল্যান্ড শহরকে কেন্দ্র করেই ছবি বানান। এবার তিনি ক্যামেরা তাক করেছেন রাশিয়ার দিকে। একটা সময় রুশ প্রজাতন্ত্রের ইউক্রেন রাজ্যটি ছিল দেশের শস্যভাণ্ডার। তিরিশের দশকে এই ইউক্রেনেই স্ট্যালিন প্রায় জোর করে যৌথমালিকানা নেওয়ার চেষ্টা করে, কারণ তিনি চেয়েছিলেন কৃষিব্যবস্থার আধুনিকতা। তবে পরিণতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর। পুরো ইউক্রেন জুড়ে দেখা দিয়েছিল চরম দুরাবস্থা ও ধ্বংসের চেহারা। সেই সময় স্ট্যালিন সিদ্ধান্ত নেন এই মহামারির খবর কোনও ভাবেই যেন দেশের বাইরে যেতে না দেওয়া হয়। ফলে গলা চেপে ধরা হল গণমাধ্যমের। তবে ওয়েলস-এর সাংবাদিক গ্যারেথ জোনস"এর একক প্রচেষ্টায় বিশ্বের দরবারে আসে ইউক্রেনের বিভৎস রূপ। আর এই নিয়েই তৈরি হয়েছে 'মিঃ জোনস' নামক ডকু ফিচার ফিল্মটি। বার্লিনসহ কার্লোভিভ্যারি এবং টোরেন্টোয় প্রদর্শিত এবং প্রশংসিত এই ছবি অবশেষে আসতে চলেছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে।ি

জগদ্ধাত্রী পুজোর শেষ দিনটা সুষ্ঠভাবে শেষ করতে ততপর প্রশাসন

হুগলি, ৭ নভেম্বর (হি স.) : নমঃ নমঃ করে পুজো চারটি দিন ভালোই কাটলো হুগলি জেলা প্রশাসনের। এক প্রকার অগ্নী পরীক্ষা দিতে হলো চলে যাওয়া চারটে দিনগুলিতে। এবারে নবমী বারতি একদিনের হওয়াতে চিন্তার ভাঁজ একটা ছিলই।সামান্য কিছু ঘটনা বাদ দিলে এখনও পর্যন্ত কোন রকম অপ্রিতিকর ঘটনা এখনও ঘটেনি। তাই বাকি আজকের শেষ দিনটাতেও উজার করে দিতে প্রস্তুত প্রশাসন।
চন্দননগরে চার দিনের জগদ্ধাত্রী পুজোর আজ ভাসান। এখানকার বর্ণাঢ্য সন্ধ্যার প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা শুরু হবে সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ। চলবে সারারাত ধরে। দুশো ঊনচল্লিশটি লরিতে আলোকসজ্জা ও প্রতিমা নিয়ে এই শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করবে। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির অধীনে ১৭১-টি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পুজো হয়। এরমধ্যে এবছর মোট ছিয়াত্তরটি প্রতিমা এই শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছে। বিসর্জনে এখানকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বিখ্যাত আলোকসজ্জা।এক প্রকার সারাবছরের রসদ জোগানের উদ্দেশ্যে এই শোভাযাত্রায় চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা বিভিন্ন বিষয় ফুটিয়ে তোলেন। এবছরও নানান নতুন বিষয় তুলে ধরেছেন বলে এক আলোক শিল্পী জানান। এদিকে,যে সব বারোয়ারী পুজো কমিটির প্রতিমা এই নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছে না সেই সব বারোয়ারীর প্রতিমা বিসর্জন সকাল এগারো টা থেকে শুরু হবে চলবে বিকাল চারটে পর্যন্ত। সব মিলিয়ে মোট তেরোটি গঙ্গার ঘাটে এই বিসর্জন চলবে।

অনুষ্ঠান ৯ই

আটের পাতার পর

শুরু হয়। এই সেন্টারটি ত্রিপুরা সরকারের স্কিল ডেভেলপম্যান্ট বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার সহযোগিতায় চালু হয়। এর মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এনআইটি আগরতলা বর্ষব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সচেতনামূলক কর্মসুচি পালন করে। এর মধ্যে যোগা দিবস, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস, হিন্দী সপ্তাহ, স্ট্যাডি কানেক্ট প্রোগাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এনআইটি আগরতলা, প্রতি বৎসর কারিগরী শিক্ষা সংক্রান্ত আয়াম উৎসব পালন করে। ইহা উত্তর পূর্ব ভারতের একটি বৃহত্তম কারিগীর উৎসব। চলতি শিক্ষাবর্ষে আয়াম ৭.০ উৎসবটি ৩১শে অক্টোবর, ২০১৯ হতে দোসরা নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এনআইটি আগরতলার ক্যাম্পাসে আয়োজন করা হয়। আয়াম কেবলমাত্র বৈচিত্রময় কারিগরী উৎসব নয়, এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ধারনা মডেল প্রভৃতি প্রদর্শন করে। এই উৎসবে বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে রোবে ওয়ার, লাইন ফলোওয়ার, উইজডম কুইজ, টেক রেইস, রোবোটিক্স, ই সেল কর্মশালা, ব্রিজ ডিজাইনিং, ওয়ার্কশপ, ই সেল, বিজনেস প্রভৃতি আয়াম উৎসবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখ্যযোগা ও অন্যান্য এনআইটি'র ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে।

বর্ষব্যাপী এনআইট আগরতলা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডোর এবং আউটডোর প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এছাড়া, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে এনআইটি আগরতলার ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে আন্তঃ এনআইটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ধরনের ওপেন টুর্নামেন্ট রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এনআইটি আগরতলা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ, একাডেমিক ইনস্টিটিউট এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে বহু সংখ্যক মৌ স্বাক্ষর করেছে। এই মৌগুলির অধীনে এনআইটি আগরতলা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কনফারেন্স, কর্মশালা, স্বল্পমেয়াদী কোর্স, গবেষণামূলক কাজ, ইন্টার্নশীপ, প্রশিক্ষণ, প্রভৃতি পরিচালনা করে। এছাড়া, মৌগুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির (এনআইটি আগরতলার) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগার এর ব্যবহার, গ্রন্থাগারের ব্যবহার এবং অন্যান্য সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মৌগুলি স্বাক্ষরের ফলে এনআইটি আগরতলার অধ্যয়নগত বিষয়ে ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপল আইটি আগরতলা এর নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে। ত্রিপল আইটি আগরতলার যাবতীয় কার্যক্রম এনআইটি আগরতলার ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে। এনআইটি আগরতলার অর্ধিকর্তা হলেন ত্রিপল আইটি আগরতলার মেন্টর এর ত্রিপল আইটি আগরতলার অধ্যয়ন বিষয়ক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগত এনআইটি আগরতলার পক্ষ হতে দেওয়া হচ্ছে।

এনআইটি আগরতলা চাকুরীতে নিযুক্ত পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, অধ্যয়নগত ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারফেস, শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলা এবং প্রাক্তনীদের অংশগ্রহনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী কর্মের ফলশ্রুতিতে ইহা খুব সময়ে একটি উৎকর্ষ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এনআইটি আগরতলা তা জানিয়েছে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরা। সেখানে গিয়ে তাঁরা প্রথমেই কাঞ্চনপুর ডাকবাংলোতে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক রেভেল হেমেন্দ্র কুমার, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর সাথে বৈঠকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন তাঁরা। বৈঠক শেষে তাঁরা সোজা চলে যান লক্ষীপুরে অবরোধস্থলে।

এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা অবরোধকারী ব্রু শরণার্থীদের আশ্বস্ত করেন, আমরা আপনাদেরই লোক। তাই, এই সমস্যার সমাধান বের করতে চাই। তিনি শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের কষ্ট আমাদের কাঁদায়। তাই আপনাদের নেতাদের বলেছি, সমস্যা বাড়াবেন না, সমাধান খুঁজে বের করুন। উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে শীঘ্রই সমাধান চাইছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রু শরণার্থী ইস্যুতে সমাধান চাইছি আমরা। তাঁর দাবি, এই বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের এক্তিয়ার খুবই সীমিত। কারণ, ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে মিজোরাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে, আপনাদের কল্যাণ দেখার দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরও, বলেন তিনি।

এদিন ব্রু শরণার্থীদের সাথে প্রাথমিক আলোচনার পর অবরোধস্থলের কাছেই অবস্থিত এসপিও ক্যাম্পে এমবিডিপিএফ সংগঠনের নেতাদের সাথে ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রিরা এবং দুই সাংসদ দীর্ঘ বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে উপমুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন, আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরে রেশন সরবরাহ করা হবে। বিনিময়ে আপনারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নিন, আবেদন রাখেন তিনি। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্রু শরণার্থী নেতাদের সাথে তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এখন সমস্যার নয়, সমাধানের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাই, ব্রু শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ত্রিপুরা সরকার মিজোরাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করবে বলে স্থির করেছে। তিনি ব্রু শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে আবেদন রাখেন, আপনারা অবরোধ তুলে নিন। কারণ, এই অবরোধে কারোর কোন ফায়দা হবে না। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার আপনাদের রেশন সরবরাহ করবে বলে স্থির করেছে। তার পুরো খরচ ত্রিপুরা সরকারই বহন করবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগামীকাল থেকে শরণার্থী শিবিরে পূর্বের ন্যায় রেশন সরবরাহ করা হোক।

উপমুখ্যমন্ত্রী ফের আবেদন রাখেন, আপনারা ঘরে ফিরে যান। কারণ অবরোধে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। বরং, সমন্বয়ের মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, আপনাদের নেতাদের ডেকেছি। আপনাদের সমস্যা নিয়ে ত্রিপুরা সরকার আলোচনায় প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর কথায়, শরণার্থী সমস্যা নিয়ে নেতাদের সাথে আলোচনার নির্যাস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিকে, রেশন চালু করার ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি হলেও, তাতে সমস্যার সমাধান হবে না বলে দাবি করেন এমবিডিপিএফ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্রুনো মিশা। তাঁর সাফ কথা, বিনামূল্যে রেশন শরণার্থী সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এমনকি, মিজোরামে প্রত্যাবর্তনও ওই সমস্যার সমাধান নয়। তাই, ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে পুনরায় আলোচনা শুরু হোক চাইছেন তিনি। ব্রুনো বলেন, ত্রিপুরা সরকার আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাই, আজ আমরা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছি। তিনি আরও জানান, এমবিডিপিএফ সংগঠনের চারজনের এক প্রতিনিধি দল আজ দিল্লি গেছেন। আগামীকাল তাঁরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথে বৈঠক করবেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে নতুন করে আলোচনার আবেদন জানানো হবে। কারণ, কিছু ছোটখাটো সমস্যার সমাধান খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি মহম্মদ জসিমউদ্দিন বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত জাতি মিলে অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায়কে স্বাগত জানানো হবে।

শিক্ষক

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষিকাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। সূত্র অনুসারে জানা গিয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা।

মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

তাতে স্পষ্ট, রেল লাইনের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবসত ট্রেনের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়েছেন। ফলে, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, খবর পেয়ে মৃতার স্বামী ধীরেন্দ্র দাস ছুটে আসেন। তিনি জানান, মলয়নগর ৯৯ টিলায় ভোর কীর্তন করতে গিয়েছিলেন তার স্ত্রী। ফেরার পথে সম্ভবত ওই দুর্ঘটনায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জি বি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় তদন্ত হবে। রেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু হয়েছে, নাকি তার মৃত্যুর পেছনে অন্য রহস্য রয়েছে তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বলা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, গতকাল সকালে রেল লাইনের উপর এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এভাবে রেল লাইনের ধারে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

বুলবুল

আটের পাতার পর

জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। শুক্রবার সকালের দিকে তা আরও শক্তি বাড়িয়ে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের চেহারা নেবে। শনিবার তা অতি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে পশ্চিমঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপকূলের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা। যদিও আলিপুরের আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এ দিন বিকেল পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না, ঠিক কোন জায়গায় বুলবুল আছড়ে পড়বে। তার গতিবেগই বা কত থাকবে তা নিয়েও স্পষ্ট কিছু জানাননি তারা।
বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় বঙ্গোপসাগরের অতি গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে আরব সাগরের ঘূর্ণিঝড় 'মহা' কিছুটা দুর্বল হয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বুলবুল পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূল অভিমুখে এগোবে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। সোমবার চলে আসবে এই রাজ্যের খুব কাছাকাছি। তবে এখনও পর্যন্ত বাংলায় আছড়ে পড়ার ইঙ্গিত নেই।
এই ঘূর্নিঝড়ের জেরে মরসুমে এই প্রথম কলকাতার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামল। আলিপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাঁকুড়ায় ১৮ দশমিক ২, শ্রীনিকেতনে ১৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে ঘূর্ণিঝড় কাছে এগিয়ে এলে মেঘ ঢুকবে। তখন রাতের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আগামী ৯ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে পূর্ব-মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৭০ কিমি। ৮ তারিখ সন্ধের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ওই এলাকায় হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিমি। ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় হাওয়ার বেগ আরও বাড়তে পারে বলে। এই সময় হাওয়ার বেগ ছুঁতে পারে ঘণ্টায় ১২০-১৩০ কিমি। হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৪৫ কিমি। ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাব থাকবে কলকাতাতেও ।ঝড়ের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রেখে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর-১ ব্লক প্রশাসন ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে ফেলেছে। মাল্টি পারপাস সাইক্লোন সেন্টারগুলি প্রস্তুত রাখা, যাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মানুষজনকে সরিয়ে আনা যায়।

মহারাষ্ট্রে সরকার গড়া নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা বিজেপির

মুম্বই ৭ নভেম্বর ।। নতুন সরকার গড়া নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রতিনিধি দল দেখা করল রাজ্যপালের সঙ্গে। অন্যদিকে শিবসেনা (ছ্বন্ত ছত্রদ্রুখ) তাদের বিধায়কদের মুম্বইয়ের একটি হোটেলে সরিয়ে দিল। দুই দলই একে অপরের দিকে সরকার গঠনে দেরি করানোর জন্য দোষারোপ করছে। বিজেপি দাবি করেছে, তাদের কাছে ১৮২ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। এদিকে শিবসেনা তাদের 'সামনা" পত্রিকায় দাবি করেছে, তাদের বিধায়কদের "টাকাভর্তি ব্যাগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।এদিন উদ্ধব ঠাকরে তাঁর বাড়ি 'মাতশ্রী'-তে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। বৈঠকের পরে বিজেপি যাতে তাঁদের হস্তগত না করতে পারে, তাই মুম্বইয়ের এক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল বিধায়কদের। আপাতত হোটেল রংশারদাতেই থাকবেন ওই বিধায়করা। ওই হোটেলটি উদ্ধব ঠাকরের বাড়ি এবং শিবসেনার সদর দফতর থেকে খুব দূরে নয়।

কেবল শিবসেনা বিধায়করাই নয়, এদিনের বৈঠকে কয়েক জন নির্দল বিধায়কও ছিলেন।বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাতিল জানিয়েছেন, মহাজুটি (বিজেপি-শিবসেনা জুটি) পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এবং তার উপরেই ভিত্তি করেই নতুন সরকার গঠিত হবে। আমরা রাজ্যপালের সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে কী আইনি পদক্ষেপ করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করেছি।

শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, বিজেপি রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল কিন্তু সরকার গঠনের দাবি জানাল না! কেন তারা তাদের সমর্থনে থাকা বিধায়কদের তালিকা নিয়ে গেল না? এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিজেপির নিজেদের কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। কেন ওরা ক্ষমতার লোভ ছেড়ে আমাদের জানাচ্ছে না যে ওরা সরকার গঠন করতে পারবে না। সদ্যসমাপ্ত মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সর্বাধিক ১০৫টি আসন পেয়েছে। শিবসেনা পেয়েছে ৫৬টি আসন ।বিজেপি বারবার বলে এসেছে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশকেই তারা দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছে। তাদের দাবি, যেহেতু বিজেপি ১০৫টি আসন পেয়েছে, তাই তাদের দল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া বাঞ্ছনীয় ।এদিকে আইনি পদক্ষেপ করার ব্যাপারে বিজেপির বক্তব্য প্রসঙ্গে শিবসেনার তরফে সঞ্জয় রাউত বলেন, "সংবিধান বিজেপির দ্বারা সংরক্ষিত নয়। আমরা সংবিধান মেনেই শিবসেনার কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করব। বিজেপি জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন তাদের দল থেকেই। আমি ওদের আত্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি।

দলীয় বৈঠকের আগে সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানান, আমাদের বিধায়করা দৃঢ়সংকল্প এবং দলের প্রতি দায়বদ্ধ। যাঁরা এমন গুজব ছড়াচ্ছেন, তাঁরা আগে নিজেদের বিধায়কদের ব্যাপারে সচেতন হোন। শিবসেনা বিধায়কদের কাছাকাছি আসার সাহস কারও নেই।তিনি বলেন, তাঁদের ১৭০ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। যদিও সেটা কী করে সম্ভব, সে ব্যাপারে কিছু জানাননি তিনি।

বাংলাদেশ

● **প্রথম পাতার পর**

ক্রাইমের সাথে জড়িত রয়েছে তা নয়, যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছিল, মেয়াদ শেষে থেকে গেছে সেরকমও আছে। এ সব সংখ্যা মিলিয়ে ১১ হাজার রয়েছে।তাদের মধ্যে কতজন কারাগারে রয়েছে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে পরে জানানো হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন,তাদের ধরতে পারছি, কারাগারেও দিচ্ছি। কাজেই নতুনভাবে চিন্তা করছি, সরকারের পয়সা দিয়েই তাদের দেশে ফেরত পাঠাব। আপনারা তো বোঝেন, কারা থাকে, ভাল নাগরিক তো থাকে না।উত্তর কোরিয়ার কোনো নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে রয়েছে কিনা জানতে চাইলে মোজাম্মেল বলেন, "এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।"

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অপরাধ প্রবণতা রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গেছে। সেসব পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে, নতুন কেউ যেন পাসপোর্ট না পায় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে।মেট্রোরেলের কাজে ঢাকা শহরে চলাচলের দুর্ভোগ লাঘবেও উদ্যেগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী।তিনি বলেন,দুর্ভোগ সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজ শুরু করার আগে যেন ঘেরাও করে না রাখা হয়, কাজ শুরুর সময় যেন রাস্তা বন্ধ করা হয়।

সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আইন-শৃঙ্খলা বহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিশ্রুতির

● **প্রথম পাতার পর**

রয়েছে সেগুলিকে আনতে হবে। এইরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিক যে দর আছে কাজের তার থেকে বেশী দিতে হয়েছে। ওই সময় রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মারাত্মক ছিল। তখন বাইরের সংস্থা এখানে কাজ করতে আসত না। তৎকালীন মুখ্যসচিব ভি তুলসীদাস বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সংস্থাগুলির সাথে কথা বলে অনুরোধ করে রাজ্যে কাজ করার জন্য ডাকেন। অনেক সংস্থাই আসতে চায়নি। এইরকম পরিস্থিতিতে সাধারণ যে দর রয়েছে তার থেকে বেশী দর না দিলে তারা তো এখানে কাজ করতে আসবেন না। আর তখন তাই করা হয়েছে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেছেন, বাদল বাবুকে ডেকেছে পুলিশ। তিনি গিয়েছেন। তদন্তে সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন। ২০০৮ এর ঘটনা ২০১৯ এ জানতে চাওয়া হয়। বাদলবাবুতো আর জাতিস্বর না, কি করে বলবেন সমস্ত কিছু। তিনি পুলিশকে সমস্ত কিছু খুলে বলেছেন। তারপরও এফআইআর করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করার জন্য গোটা রাজ্যে কি কান্ডই না ঘটানো হল। আগাম জামিনের জন্য বাদলবাবু আদালতে আর্জি জানান। তাতে কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে। এইজন্য বাদল চৌধুরীকে কিছুদিন আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে।

মানিক সরকার বলেন, বাদল চৌধুরীকে কে চিনেন না। তিনি ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে কৃষক আন্দোলন, পার্টির সংগঠক, সাংসদ, বিধায়ক তারপর মন্ত্রী। কুড়ি বছর টানা মন্ত্রী। তাঁর গায়ে কালির ছিটে দেওয়ার কোন ঘটনা কেউ উল্লেখ করতে পারবেন না। একটা সরকার কতটা অমানবিক হলে এমন একটা কাজ করতে পাড়ে, প্রশ্ন মানিক সরকারের।

শিক্ষক

● **প্রথম পাতার পর**

আনতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এদিকে শিক্ষক কৃষ্ণধন দাস বিদ্যালয়ে আসামাত্র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তাকে বদলির অর্ডার ধরিয়ে রিলিজ করে দেন। এতে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবকরা ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। শিক্ষক কৃষ্ণধন দাসকে রিলিজ না করার জন্য বহু অনুনয় করলেও এলাকার কিছু লোকের কারণে তাকে রিলিজ অর্ডার ধরিয়ে বিদ্যালয় থেকে চলে যেতে বাধ্য করে হয়। বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২৭ জন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৯ জন। বিদ্যালয়ে বসার ব্যবস্থা নেই ক্লাসে প্রয়োজনীয় চেয়ার নেই। অথচ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার জন্য একাংশ লোকজন যেভাবে মাঠে নামে তাতে তীব্র প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়।

মেয়েকে

● **প্রথম পাতার পর**

দরজা খুলতেই এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। দম্পতির ঘরে আসা যুবক নগ্ন অবস্থায় খাটের নিচে ঢুকে পরে। আর ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া ঐ ছাত্রী তরিঘড়ি বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। তখন স্থানীয়রা ঐ যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং দম্পতিকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য বলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহল এই ঘটনার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রীর মা-বাবাকে দায়ি করেছেন।

প্রথম বার আইপিএল হবে এই ভেন্যুতে, রয়্যালস পেল সবুজ সঙ্কেত

রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি পরে গতবারের আইপিএল-এ নজর কেড়েছিলেন রিয়ান পরাগ। অসমের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএল-এ খেলেন রিয়ান।র তাঁর রাজ্যেই আইপিএল-এর ম্যাচ হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আইপিএল হলেও অসমে এই টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচও হয়নি। এই রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা যাতে ঘরের ছেলের খেলা দেখতে পারেন, সেই কারণেই রাজস্থান রয়্যালস গুয়াহাটিতে তাদের হোম ম্যাচ ফেলার আবেদন জানিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের কাছে। রাজস্থান রয়্যালসের সেই আবেদন মেনেও নেওয়া হয়। অর্থাত আগামী বছর ঘরের ছেলের খেলা দেখবেন অসমের মানুষ।গুয়াহাটিতে আইপিএল-এর ক”টি ম্যাচ খেলবে রাজস্থান? তিনটি ম্যাচ খেলার জন্য আগেই বোর্ডের কাছে আবেদন করেছিল রয়্যালস। আইপিএল-এর গভর্নিং কাউন্সিল জানিয়ে দেয়, তিনটির পরিবর্তে দু”টি ম্যাচ হবে গুয়াহাটিতে।প্রথম ম্যাচ জেতার পর আজও জেতার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশআইপিএল-এর আগেই অবশ্য গুয়াহাটিতে বসছে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচ। ৫ জানুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কা টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা হবে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচের পরে আইপিএল-এর ম্যাচ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে অসম ক্রিকেট সংস্থা। রাজস্থান রয়্যালসের ঘরের মাঠ হিসেবে সাজিয়ে তোলা হবে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম।

সিরিজ জিতলে সেটা হবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের পক্ষে বিরাট সাফল্য : মহমদুল্লা

ভারতের বিরুদ্ধে চলতি টি-২০ সিরিজ জিততে পারলে সেটা বাংলাদেশের ক্রিকেটের পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য হবে। দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের আগে বাংলাদেশের অধিনায়ক মহমদুল্লা রিয়াদ বুধবার বলেছেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাম্প্রতিক ধাক্কার পর এটা একটা বড় ঘটনা হবে বিশেষ করে তারকা ক্রিকেটার শাকিব অল হাসানের নির্বাসনের পর রিয়াদ বলেছেন, যদি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে নজর দেন যে বাংলাদেশের ক্রিকেটে কি চলছে তবে ভারতে এসে সিরিজ জেতাটা উল্টোভাবে দারুণ ফল দেবে।বৃহস্পতিবার আমাদের ভাল ক্রিকেট খেলতে হবে যাতে ভারতকে আবার হারানো যায়। যদিও আমরা জানি দেশের মাটিতে এবং গোটা দুনিয়ায় ভারত একটি খুব ভাল দল। তাই ম্যাচের প্রথম বলটি থেকেই আমাদের দাপট দেখাতে হবে। দিল্লিতে প্রথম টি-২০ ম্যাচের আবহাওয়া ও দূষণের কারণে বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার মাঠে বমি করলেও সেই বিষয়টিকে আদৌ আমল দিতে চাননি অধিনায়ক। তবে শাকিব অল হাসানের নির্বাসন এবং তার আগে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ধর্মঘটের প্রসঙ্গ তুলে মহমদুল্লা রিয়াদ বলেছেন, তাঁর মতে ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জেতার সেরা সুযোগ তাদের সামনে রয়েছে।রিয়াদের মতে প্রথম ম্যাচ জেতায় গোটা দল নিজেদের ওপর বাড়তি আস্থা পেয়েছে। তাই বলে দলটি অলস বসে নেই। প্রত্যেকেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে এবং অনুশীলনে নিজেদের সেরাটা দিতে চেয়েছে। রিয়াদের মতে টি-২০ ম্যাচে যদি যথাযথভাবে উইকেটের চরিত্র আন্দাজ করা যায় এবং তদানুযায়ী ফিল্ডিং সেট করা যায় তাহলে ভাল ফল করার সম্ভাবনা প্রবল। তাছাড়াও ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। একটি নির্দিষ্ট গেম প্ল্যান থাকলেও প্রয়োজন মতো সেটা বদলাতে হতে পারে।ভারত ভুবনেশ্বর কুমার এবং যশপ্রীত বুমরার অনুপস্থিতিতে বোলিংয়ে দুর্বল ও অনিভিজ্ঞ হয়ে পড়েছে একথা মনে করেন না মহমদুল্লা। তিনি বলেছেন, ভুলে যাবেন না ভারতের খুব ভালো স্পিনাররা সেইসঙ্গে পেস বোলার রয়েছে। তাদের হেলাফেলা করা বা আন্ডার এস্টিমেট করা চরম বোকামি। অধিনায়কের মতে ১৭০ বা তার বেশি রান করতে পারলে ম্যাচে লড়াই করা সম্ভব। যেহেতু রাজকোটে ব্যাটিং উইকেট তাই আশা করছি আমরা ১৭০ রানের বেশি করতে পারবো। কিন্তু তার আগে উইকেট ভালভাবে দেখা দরকার।বাংলাদেশের অধিনায়ক তাঁর দুই তরুণ ক্রিকেটার আফিফ হোসেন এবং নঈম শেখের প্রশংসা করে বলেছেন, তাঁরা প্রমাণ করেছে যে ভাল খেলতে সক্ষম তাই দলে তাদের স্থান পাকা। আশা করছি বৃহস্পতিবারও তারা একই পারফর্ম করে দেখাবে।

ঘর খুঁজতে হিমশিম আফগানিস্তান ক্রিকেট সমর্থক

প্রিয় দলের খেলা দেখতে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতে। সেখানে এসেই সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন আফগানিস্তান ক্রিকেট সমর্থক শের খান। শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হলেন তিনি। প্রচারমাধ্যমে এমন খবরেই হইচই দেশের ক্রিকেট মহলে।হস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে আফগানিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। ভারতে হোম ম্যাচ খেলে থাকে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। লখনউ-তে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। তার আগে ঘর খুঁজতে রীতিমতো হিমশিম খেল আফগান ক্রিকেট সমর্থক।৮ ফুটের উপরে উচ্চতা। সেই উচ্চতা নিয়ে লখনউয়ের হোটেলে হোটেলে ঘুরেছেন। তবে নিজের পছন্দসই রুম খুঁজে পাননি তিনি। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে লখনউয়ের পুলিশ স্টেশনে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন শের খান। তারপরেই পুলিশ পরিচয়পত্র যাচাই করে সাহায্য করেন সেই আফগান সমর্থককে। পুলিশের মধ্যস্থতাতেই শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার রাতে তিনি কাটান নাকার হোটেল রাজধানীতে।এমন খবর চাউর হতেই হোটেলের চারপাশে ভিড় জমে যায় আবার। কাবুল থেকে আসা শের খানকে দেখতে উতসাহী শহরবাসীর চাপে নাজেহাল হতে হয় হোটেল মালিককেও। হোটেল মালিক রাণু সংবাদসংস্থাকে বলেন, ”কমপক্ষে দুশোরও বেশি লোক শের খানকে দেখতে সটান হোটেলে চলে আসে। রীতিমতো বিরক্তি বোধ করছে ও।”বৃহস্পতিবার সকালে উতসাহী জনগণের হাত থেকে বাঁচিয়ে পুলিশ রীতিমতো এসকর্ট করে শের খানকে একানা স্টেডিয়ামে নিয়ে যায়। যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম আফগানিস্তানের প্রথম ম্যাচ খেলা হল। হোটেল মালিক রাণু পরে জানান, চলতি সপ্তাহের আরও চার-পাঁচদিন শের খান থাকছেন এই হোটেলে।খেলায় অবশ্য আফগানিস্তান খুশি করতে পারল না সূদূর কাবুল থেকে পাড়ি দেওয়া সমর্থককে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তান ১৯৪ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কোনও পরিশ্রমই করতে হয়নি। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ৩ ওভার বাকি থাকতেই জিতে যায় ক্যারিবিয়ানরা। সিরিজে এদিনই ১-০ এগিয়ে গেল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা।

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার দুই ভারতীয় ক্রিকেটার

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে গ্রেফতার দুই ভারতীয় ক্রিকেটার। কর্ণাটক প্রিমিয়র লিগের ফাইনালে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ রয়েছে এই দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে। এই দুই ক্রিকেটারের নাম সিএম গৌতম ও আবরার কাজি। বেঙ্গালুরুর সিটি সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাদের গ্রেফতার করে।সিএম গৌতম কর্ণাটকের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। পুলিশের দাবি, কর্ণাটক প্রিমিয়র লিগের ফাইনাল ম্যাচে ফিক্সিং করেছিলেন এই দুই ক্রিকেটার। টুর্নামেন্টে হুবলি টাইগার্স ও বেল্লারি টাস্কার্স কেপিএল ফাইনালে খেলেছিল। এতে বেল্লারির হয়ে খেলেছিলেন গৌতম ও আবরার। গৌতম এখন গোয়ার হয়ে রনজি ট্রফিতে খেলেন। আবরার কাজি খেলেন মিজোরামের হয়ে।

শেষ ১৬”র টিকিট পাকা জুভেন্তাস-বায়ার্ন ও পিএসজির সুযোগ হাতছাড়া ম্যানসিটির

জমজমাট উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। বুধবার রাতে তিনটি ক্লাব রাউন্ড অব সিক্সটিনে জায়গা পাকা করে নিল। লোকোমোটিভ মস্কোকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ ১৬ পৌছে গেল জুভেন্তাস। ক্লাব বুর্গকে ১-০ গোলে হারিয়ে রাউন্ড অব সিক্সটিনে পৌছে গেল প্যারিস সাঁ জাঁ। অন্যদিকে কোচ বদলে জয় ফিরল বায়ার্ন মিউনিখ। ঘরের মাঠে অলিম্পিয়াকসকে ২-০ গোলে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের জায়গা পাকা করে নিল তারা। তবে আটলান্টার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌছে যাওয়ার প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।বুধবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে অ্যারন ব্যামসির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল জুভেন্তাস। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের মাঠে সেই গোল শোধ করে লোকোমোটিভ মস্কো। বাকি সময় একাধিক আক্রমণ হলেও গোল হয়নি। ইনজুরি টাইমে ডগলাস কোস্তার গোলে শেষ ১৬”র টিকিট পায় রোনাল্ডোর দল। ৮২ মিনিট পর্যন্ত মাঠে থেকেও গোল পেলেন না সিআর সেভেন।ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখ গোল পেল দ্বিতীয়ার্ধে। প্রথমে লেভানডস্কি ও পরে পেরিসিচের গোলে জয় পায়া তারা। অন্যদিকে ২১ মিনিটে ইকার্ডির গোলে ক্লাব বুর্গকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট তুলে নেয় প্যারিস সাঁ জাঁ। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে জয় পেল বায়ার লেভারকুসেন। রেড স্টারকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল টটেনহ্যাম হটস্পার। তবে প্রথমে গোল করেও জয় তুলে নিতে পারল না পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন গোলকিপার ক্লদিও ব্রাভো। বুধবার রাতে সব থেকে বড় জয় তুলে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। তরুণ ফুটবলার রডরিগোর হ্যাটট্রিকে ভর করে ঘরের মাঠে গালাতাসারকে ৬ গোলের মালা পরাল রিয়াল। রডরিগোর হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি জোড়া গোল করলেন করিম বেঞ্জেমা। একটি গোল অধিনায়ক সার্জিও ব্যামোসের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দরজা খোলা রয়েছে, মনে করছেন দীনেশ কার্তিক

দেশের জার্সিতে শেষবার ইংল্যান্ডের মাটিতে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ খেলেছেন। এরপর জাতীয় দলের হয়ে সুযোগ পাননি দীনেশ কার্তিক। পন্থের ফর্ম নিয়ে নানা অভিযোগ থাকলেও তাঁকে ফেরাননি নির্বাচকরা। তবে এখনই জাতীয় দলে তাঁর সময়সীমা শেষ, মানতে নারাজ কার্তিক। ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে তাঁর দরজা খোলা রয়েছে বলে মনে করছেন দীনেশ।সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক ইন্টারভিউয়ে দীনেশ বলেছেন, ”আগামী দিনে ভারতের সামনে মিশন ২০২০। সেই বিশ্বকাপে মিডল অর্ডারে ফিনিশার রোলে স্কোরবোর্ডে অবদান রাখতে চাই। এই ভূমিকায় আমি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।”ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের দল ঘোষণার দিনে নির্বাচকরা অবশ্য পন্থকে আগামী দিনে ভারতের ভবিষ্যত বলে জানিয়ে দিয়েছেন। পিছনের দিকে না তাকিয়ে নির্বাচকরা যে সামনের দিকে তাকাতে চান, এম এস কে প্রসাদ অ্যান্ড কোম্পানি সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।দীনেশের ফর্মদেশের জার্সিতে সুযোগ না পেলেও ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে রয়েছেন দীনেশ। তামিলনাড়ু দলের অধিনায়ক হিসেবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে দীনেশ মোট ৪১৮ রান হাঁকিয়েছেন। এরপর ঘরোয়া ক্রিকেটে সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে তামিলনাড়ু দলকে নেতৃত্ব দেবেন দীনেশ।অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আর এক বছরও বাকি নেই। সেক্ষেত্রে বিরাটের হাতে উইকেটকিপার হিসেবে বিকল্প বলতে চার ক্রিকেটার। ধোনি ততদিনে অবসর নিলে সংখ্যা কমে তিনে দাঁড়াবে। এই তিনের মধ্যে প্রথম পছন্দ অবশ্যই ঋষভ পন্থ। বাকি দুইয়ের মধে দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে থাকবেন সঞ্জু স্যামসন।

দ্বিতীয় দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে অনবদ্য রেকর্ড করলেন স্মৃতি মন্ধনা

ওয়েবডেস্ক: বিরাট কোহলিকে হারিয়ে দিলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য বাঁ হাতি ব্যাটসওমান স্মৃতি মন্ধানা। দ্বিতীয় দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে অনবদ্য একটি রেকর্ড করে ফেললেন তিনি।বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পায় ভারতীয় মহিলা দল। এই জয়ের ফলে ২-১-এ সিরিজ জিতে নেয় তারা। এই জয়ের পেছনে মূল অবদান মন্ধনারই ছিল। তিনি ৬৩ বলে ৭৩ করেন।এই রান করতে গিয়ে একদিনের কেরিয়ারে দু”হাজার রানের গণ্ডি টপকে যান মন্ধনা। এই দু”হাজার রানের গণ্ডি পেরোতেই বিরাটকে টপকে যান মন্ধনা।৫১তম ইনিংসে ২০০০ রান পেরোনোর সুবাদে দ্বিতীয় দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে এই রেকর্ড করলেন তিনি। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শিখর ধাওয়ান। তিনি ২০০০ রান পেরোতে নিয়েছিলেন ৪৮টা ইনিংস। উল্লেখ্য, বিরাট তাঁর ৫৩তম ইনিংসে দু”হাজার রান করেছিলেন।উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বর্তমানের একদিনের সিরিজটা মিতালী রাজ নেতৃত্বাধীন ভারত ২-১-এ জিতলেও, প্রথম ম্যাচেও জেতার সুযোগ ছিল। সেই ম্যাচে মাত্র ১ রানে হেরেছিল ভারত।

ইতিহাস লিখলেন সালওয়া নাসের

ট্র্যাকে আগুন জ্বালালেন বাহারিনের সালওয়া ঈদ নাসের। এশিয়ার প্রথম বাসিন্দা হিসাবে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪০০ মিটারে বিশ্ব খেতাব জিতলেন।বছর একুশের নাসের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন শন মিলার-উইবোকে হারিয়ে চমকে দিলেন। ৪৮.১৪ সেকেন্ড সময় নিলেন নাসের। যা ইতিহাসের তৃতীয় দ্রুততম। ৪৮.৩৭ সেকেন্ডে সময় নিয়ে রুপো জিতলেন মিলার-উইবো।১৯৮৫-র পর দ্রুততম ৪০০ মিটারের দৌড় জিতে বিশ্বাসই করতে পারেননি নাসের। মুখে হাত দিয়ে টর্যাকেই বসে পড়েছিলেন অপার বিস্ময় নিয়ে। জেতার পর তিনি বললেন, ”আমি সেরাটার জন প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি বিশ্বচাম্পিয়ন। ২০১৫ বিশ্ব যুব চাম্পিয়নশিপ, মিলিটারি ওয়ার্ল গেমস ও ২০১৭ সালে বিশ্ব চাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন সালওয়া। ২০১৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে সোনা জিতলেন তিনি।

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER (2nd CALL)

PNIT No. E-PT-10/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 02/11/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 26/11/2019 for 1 (One) nos. works **(2nd CALL) (1)** DNIT. No. 02/EE/RD/KGT/2018-19, Dt. 17/06/2019. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may be contact at Ph. No.9612590474 (M)/ emaileen 1 kgtrcDgmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1553/2019

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura.

নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথকে হুমকি শোয়েব আখতারের

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বেশ কিছু বছর ধরেই দুরন্ত ক্রিকেট খেলছেন স্টিভ স্মিথ। মাঝে একবছর নির্বাসনের কারণে খেলার মধ্যে থাকতে না পারলেও, ফের খেলায় ফিরে নিজের চেনা ছন্দে দেখা গিয়েছে এই অজি ব্যাটসম্যানকে। টেস্ট ম্যাচে বড় রানের পাশাপাশি একদিনের ক্রিকেট ও টি২০ ক্রিকেটেও দুরন্ত ছন্দে আছেন স্মিথ। আর সেই স্মিথকে এবার আক্রমণ করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার শোয়েব আখতার। এমনকি স্মিথকে বল করলে বল দিয়ে আহত করার চেষ্টা করতেন স্মিথকে এমনটাও ভয় দেখালেন রাওলপিন্ডি এক্সপ্রেস।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে টি২০ সিরিজে এগিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় টি২০তে স্মিথের দুরন্ত ইনিংসে জয়ও পেয়ে সিরিজে এগিয়ে গেছে অজিরা। আর সেই ম্যাচে দুরন্ত ব্যাট করার পরেই এবার স্মিথের ওপর সরব হলেন শোয়েব আখতার। একই সঙ্গে স্মিথের সুখ্যাতিও করলেন তিনি। স্মিথকে নিয়ে আখতার বলেন, আমি স্টিভ স্মিথকে দেখে খুব অবাক হচ্ছি। টেকনিক সেভাবে না থাকলেও স্মিথ একজন দারুণ ব্যাটসম্যান। বল দেখে খেলা ও ব্যাট হাতে ওর দক্ষতা দারুণ। একই সঙ্গে এত সুন্দর ভাবে বোলারদের মুখোমুখি করেন সেটা সত্যিই দারুণ। আমি ওকে বল করলে আগেই আক্রমণাত্মক ভাবে আঘাত করার চেষ্টা করতাম। তবে মনে হয় এতটা সোজা হত না স্মিথকে আঘাত করা। ওর টেকনিকটা একটু আলাদা। খুব ভালো একজন ব্যাটসম্যান। আশা করি আগামী দিনে আরও ভালো খেলবে।একই সঙ্গে স্মিথকে নিয়ে আখতার আরও বলেন, নির্বাসন থেকে ফিরে দারুণ ব্যাট করছে স্মিথ। কেউ কেউ বলেন টি২০তে ভালো খেলতে পারেন না স্মিথ। সেটা একদমই ঠিক নয়। নির্বাসন কাটিয়ে দলে ফিরে দারুণ রান করেছেন স্মিথ। অনেক রান করতে দেখা যাচ্ছে একই সঙ্গে ভালো খেলছেন। ছন্দে আছেন। তাই আগামী দিনও আরও ভালো ক্রিকেট খেলবে স্মিথ। এমনটা আশা করাই যায়।

শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে রান আউট আফগান ব্যাটসম্যান

আফগানিস্তানের ইকরাম আলি খান অদ্ভূতভাবে রান আউট হলেন লখনউ-য়ে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ চলাকালীন। উইকেটের অন্যপ্রান্তের ব্যাটসম্যান হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করার পরে শুভেচ্ছা জানাতে ক্রিজ ছেড়ে গিয়েছিলেন ইকরাম। তক্কে তক্কে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান সাই হোপও। ইকরাম ক্রিজ ছাড়তেই উইকেট নড়িয়ে দেন তিনি।ঘটনাটি আফগানিস্তানের ব্যাট করার সময়। ইকরাম আলি খানকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে রহমত শাহ ১১১ রান যোগ করে যান। ১৯ বছরের উইকেটকিপার ইকরাম আলি খান ভারতে খেলতে এসেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলার জন্য। সেখানেই বেনজিরভাবে শিরোনামে তিনি। আউট হওয়ার সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ছিল ১২৬। ২ উইকেটের বিনিময়ে।ইকরাম নিজে ব্যক্তিগত ৫৮ রানে সেই সময় ব্যাটিং করছিলেন। ভেবেছিলেন বল ডেড হয়ে গিয়েছে। তারপরেই শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে আউট হয়ে যান। তৃতীয় আম্পায়ারের সবকিছু বিচার বিবেচনা করে আউট দেন আফগান ব্যাটসম্যানকে। সেখান থেকে ব্যাটিং বিপর্যয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়ে যায় ১৯৪ রানে।এক হাতে উড়ন্ত কাচ ”সুপারগার্ল” হরমনপ্রীতের, সোশালে ভাইরাল ভিডিওসেই রান তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কোনও পরিশ্রমই করতে হয়নি। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ৩ ওভার বাকি থাকতেই জিতে যায় ক্যারিবিয়ানরা। সিরিজে এদিনই ১-০ এগিয়ে গেল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা।যাইহোক, ইকরাম আলি খানকে অদ্ভূতভাবে রান আউট করার জন্য অবশ্য নেটিজেনদের সমালোচনার শিকার হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিপার সাই হোপ। তাঁদের বক্তব্য, রান নেওয়ার জন্য নিশ্চয় ইকরাম ক্রিজ ছাড়েননি। স্রেফ সতীর্থকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন। এর মাঝেই রান আউট করা ক্রিকেটের স্পিরিটের পরিপন্থী।

চায়না ওপেন থেকে বিদায় প্রণিথের, ছিটকে গেলেন কাশ্যপও

চায়না ওপেন থেকে পর পর বিদায় নিচ্ছেন ভারতীয় শাটলাররা। মঙ্গলবার পিভি সিন্ধুর বিদায়ের পর বুধবার এই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সাইনা নেহওয়ালও। এবার চায়না ওপেনে লড়াই শেষ হল ভারতীয় পুরুষ শাটলার সাই প্রণিথের। একই সঙ্গে বৃহস্পতিবার এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন পারুপল্লি কাশ্যপও। ব্যাডমিন্টনের এই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের মিক্স ডবলস জুটি সাত্বিকসাইরাজ রানিকরেড্ডি ও অশ্বিনী পোনাপ্পা।বৃহস্পতিবার চায়না ওপেনের ম্যাচে ডেনমার্কের শাটলার অ্যান্ডার্স অ্যান্টোনসেনের কাছে ২০-২২, ২২-২০, ১৬-২১ ফলে হারেন প্রণিথ। দ্বিতীয় রাউন্ডের এই খেলায় ম্যারাথন লড়াই চালালেও জয়ের মুখ দেখতে ব্যার্থ হয়েছেন ভারতীয় শাটলার। প্রথম গেমে হারলেও দ্বিতীয় গেমে খেলায় সমতা ফিরিয়েছিলেন প্রণিথ। তবে শেষ গেমে হাসি মুখে কোর্ট ছাড়তে পারেননি ভারতীয় শাটলার। অপরদিকে, ডেনমার্কের প্রতিপক্ষের কাছে এদিন দ্বিতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট গেমে হারেন পারুপল্লি কাশ্যপও। ডেনমার্কের ভিক্টরের কাছে ১৩-২১, ১৯-২১ ফলে হারের মুখ দেখতে হয় কাশ্যপকে।অপরদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলস বিভাগ ছাড়াও এদিন মিক্স ডবলস বিভাগেও হেরে কোর্ট ছাড়েন ভারতীয় জুটি। ভারতের মিক্স ডবলস জুটিকে হারায় দক্ষিণ কোরিয়ার সিও সাং জে ও চা ইউজুং। সাত্বিকসাইরাজ ও অশ্বিনী পোনাপ্পা জুটি ২১-৯, ২১-১২ ফলে হেরে কোর্ট ছাড়েন বৃহস্পতিবার। মাত্র ২৪ মিনিটেই হারতে হয়েছে এই জুটিকে। বুধবার প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন সাইনা নেহওয়াল পাশাপাশি প্রথম দিন ছিটকে গিয়েছিলন সিন্ধু। এবার বাকিদের ছিটকে যাওয়ায় চায়না ওপেনে ফের একবার স্বপ্নভঙ্গ হল ভারতের।

দুই ওপেনারের ব্যাটে সিরিজ জিতল ভারত

অ্যান্টিগা: দুই ওপেনারের ব্যাটে ভর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ জিতল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। নর্থ সাউন্ডে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ৬ উইকেটে পরাজিত করে ভারত। ফলে ৩ ম্যাচের সিরিজের ফল দাঁড়ায় ভারতের অনুকূলে ২-১। উল্লেখ্য, স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১ রানের সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে পরাজিত হয় ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫৩ রানে বিধ্বস্ত করেন মিতালিরা। এবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচে সহজ জয় তুলে নেয় ভারতীয় দল।তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েরা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ১৯৪ রানে অল-আউট হয়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা। ক্যাপ্টেন স্টেফানি টেলর অনবদ্য হাফ-সেঞ্চুরি করেন। ঝুলন গোস্বামী-পুণম যাদবরা পালা করে উইকেট তোলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ৪২.১ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৯৫ রান তুলে নেয়। হাফ-সেঞ্চুরি করেন দুই ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা ও জেমিমা রডরিগেজ।

জাগরণ 8 November, 2019, Friday আগরতলা, ৮ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২১ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভারত ও বাংলাদেশে একইদিনে বাংলা নববর্ষ পালনের দাবি জন জাগরণ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। ভারত ও বাংলাদেশে একইদিনে বাংলা নববর্ষ পালনের জোরালো দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় বঙ্গাব্দ কোনওভাবেই দু'দিনে হতে পারে না। অথচ ভারত এবং বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ পালন করা হচ্ছে দু'দিনে। বাঙালিরা বাংলা নববর্ষকে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে থাকেন। এটি বাঙালিদের চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতি। বাংলা নববর্ষের জন্য অপেক্ষায় থাকেন বাঙালিপ্রাণ মানুষ। ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বাঙালি অংশের মানুষের ব্যাপক সংখ্যায় বসবাস রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ বাঙালিদের অন্যতম পীঠস্থান। বঙ্গাব্দ অনুযায়ী বাংলা বর্ষের তিথি ও রীতিনীতি একই হওয়া উচিত। অথচ দেখা যাচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে একদিন আগে বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়। এবং ভারতবর্ষে পরের দিন পালিত হয় বাংলা নববর্ষ। এনিয়ে সরব হয়েছে ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চ। এ বিষয়ে ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক শ্যামল চৌধুরী বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রেও তা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সভা সমাবেশে এ বিষয় নিয়ে ব্যাপক মত বিনিময় হয়েছে। সুধি জনেরা একইদিনে দু'দেশে বাংলা নববর্ষ পালনে সহমত পোষণ করেছেন। এসব বিষয় নিয়ে ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির প্রধান মোবারেক হুসেনের নেতৃত্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চ। মঞ্চের রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক নকুল দাস। বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির প্রধান তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত কমিটির কর্মকর্তার কাছে বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত দুটি বই পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চ আশা ব্যক্ত করেছে, এপার বাংলা ওপার বাংলায় একইদিনে বাংলা নববর্ষ পালনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স): বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত গভীর নিম্মচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হল। এই রাজ্যের দিকেই ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শক্তি বাড়িয়ে ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ের আকার নেবে বুলবুল। এরপর আগামী ৩৬ ঘণ্টায় আরও শক্তি বাড়িয়ে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে বুলবুল। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলের দিকে এগোচ্ছে এই ঘূর্ণিঝড়। শনি ও রবিবার রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। ভারী বৃষ্টি হবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়ায়। ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'-এর জন্য আগাম সতর্কতা নিয়েছে প্রশাসন। কাকদ্বীপ, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুরে চলছে মাইকে প্রচার। এর প্রভাবে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। তাই,পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের আগামীকাল থেকে সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শনিবার ও রবিবার পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হয়েছে । দীঘা-বকখালিতে বিনোদনমূলক স্পোর্টস বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। আবহাওয়ার বিষয়ে এ রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে। যে সব মৎস্যজীবী এখনও সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটের সময়ে নিম্নচাপের অবস্থান ছিল কলকাতা থেকে ৯৩০ কিলোমিটার দূরে। এদিন মধ্য রাতেই গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণঝড়ের আকার নেবে বলে ছয়ের পাতায় দেখুন

অভিযানে নামলো ট্রাফিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। রাজধানী অগরতলা শহর এলাকায় অভিযানে নামল ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারী যানবাহনের চালকদের জরিমানা করা সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহমই এ ধরনের অভিযানের লক্ষ্য। ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি বিষ্ণু দেবনাথ বলেন, অনেকেই যানবাহনের ইনসুরেন্স করে না, নতুন বাইক কেনার পর সময়মতো কাগজপত্র করে না তাদের বিরুদ্ধে এটি রুটিনমাফিক অভিযান চালানো হচ্ছে। ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘনকারীদের ন্যূনতম ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সিধুর ভিসা মঞ্জুর, কর্তারপুর করিডোরো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ৭ নভেম্বর (হি.স.) : সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তানের তরফে কংগ্রেস বিধায়ক নভজোত সিং সিধুর ভিসা মঞ্জুর করে তাঁকে ৯ নভেম্বর কর্তারপুরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। মাত্র একদিন পরই খুলে যাচ্ছে ভারত-পাক সীমান্তে তৈরি ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রীদের জন্য কর্তারপুর করিডোর। আগামী ৯ নভেম্বর উদ্বোধন করা হবে করতারপুর করিডোর। সেই উপলক্ষ্যে কর্তারপুরে উপস্থিত থাকবেন দুই দেশের তাবড়-তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।
বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বরাবর খবরের শিরোনামে থাকা এই তারকা ক্রিকেটার তথা কংগ্রেস নেতার ভিসা মঞ্জুর করেছে পাকিস্তানের হাই কমিশনার। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাক মঞ্জুরীকৃত এই ভিসা নিয়ে সিধু সহজেই ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঘুরতে যেতে পারবেন। কিন্তু তিনি একজন রাজ্য আইনসভার নির্বাচিত সদস্য হওয়ায়, পাকিস্তানের যেকোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করতে গেলে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। জানা গিয়েছে, সিধুর আগেও কারতারপুর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের জন্য পাকিস্তান সফরের অনুমতি চেয়ে বিদেশমন্ত্রীকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।
এছাড়াও ওই চিঠিতে সিধু উল্লেখ করেছিলেন, তিনি নিজেও একজন শিখ ধর্মালম্বি হওয়ায় পাকিস্তানের তরফে এই আমন্ত্রণ তাঁর কাছে খুবই সম্মানজনক এবং সেদিন গুরুনানকের জন্মবার্ষিকী হওয়ায় কর্তারপুরে তিনি অংশগ্রহন করতে পারলে খুব খুশি হবেন।
উল্লেখ্য, গত বছর আগস্টে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াকে জড়িয়ে ধরার পরেও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন সিধু। সিধু তখনও দাবি করেছিলেন, জেনারেল বাজওয়া তাঁকে "কর্তারপুর করিডোর খোলার জন্য প্রচেষ্টা করার" কথা বলেছিলেন।

কুলাইতে আমরা বাঙালি দলের বিক্ষোভ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। অসমে এনআরসি'র মাধ্যমে উনিশ শক্ষাধিক বাঙালিকে রাষ্ট্রহীন নাগরিকে পরিণত করে এখন অনেককেই ডিটেনশান ক্যাম্প ঢুকিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এর খবর প্রতিনিয়তই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। এই অমানবিক ঘঠনার প্রতিবাদে আমরা বাঙালি দল দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যে আন্দোলন জারী রেখেছে। গত ৫ অক্টোবর কুলাই বাজারে উল্লেখিত ইস্যুতে আমরা বাঙালি দলের বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সচিব হরিগোপাল দেবনাথ। তিনি এনআরসি'র মাধ্যমে বাঙালিকে রাষ্ট্রহীন করার চক্রান্তের প্রতিবাদ করে এই সমস্যা সমাধানের জন্যে সংবিধানের ৩নং ধারার উল্লেখ করেন এবং হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে যদি ত্রিপুরা বা বাংলার অঞ্চলে এনআরসির মতো কোন আইনের মাধ্যমে ভারতের ভূমিপুত্র বাঙালিদের সর্বনাশকরার কোন চেষ্টা করাহয় তবে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে পিছপা হবে না।

বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনে ডাক পেলেন রাজ্যের কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে ডাক পেয়েছেন ড. বুল্টি দাস। আগামী ৯ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লির ছত্তরপুর মন্দিরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভারত সহ ১৮টি দেশের ৪হাজার প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। এই প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্কৃত সম্মেলনে ত্রিপুরা কোনও প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন।

এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাংক উপস্থিত থাকবেন।

ড. বুল্টি দাস ত্রিপুরায় সংস্কৃত ভারতীর একজন কর্মকর্তা। তিনি ২০১৮ সালে মরিশাসে আয়োজিত বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সংস্কৃত প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার স্কাউট এন্ড গাইর্ড এর প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনুদান দিচ্ছেন। ছবি- নিজস্ব।

এনআইটি'র দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠান ৯ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর ।। আগামী ৯ নভেম্বর শনিবার বিকাল ৩টায় এনআইটি আগরতলার দ্বাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্যপাল রমেশ বৈশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এনআইটি আগরতলার বোর্ড অফ গভরর্নস এর চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন। আর এনআইটি আগরতলার ডিরেক্টর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করবেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৭ জন পিএইচডি ১৬৮ জন এমটেক, ১৪ জন এমবিএ, ২১ জন এমএসসি, ১৩ জন এমসিএ, ৩০ জন বিএসএমএস, ৭ জদন বিটিএমটি, ৬৩৮ জন বিটেক, ২৭ জন বিএস এবং ১০ জন বিটি ছাত্র ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এনআইটি আগরতলার দ্বাদশ সমাবর্তনে সর্বমোট ৯৪৫ জন ছাত্র ছাত্রীকে ডিগ্রী প্রদান করা হবে।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৫ জন ছাত্র ছাত্রীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। এদের মধ্যে স্নাতরস্তরে বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ৮ জনকে ডুয়েল ডিগ্রী স্তরে (বিএসএমএস এবং বিটিএমটি) বিভিন্ন শাখায় স্থানাধিকারী ৩ জনকে স্নাতকোত্তর স্তরে বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ১১ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। আর স্নাতকস্তর, ডুয়েল ডিগ্রী স্তর (বিএসএমএস এবং বিটিএমটি), এবং স্নাতকোত্তর স্তর হতে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্থানাধিকারী ৩ জনকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে এনআইটি আগরতলায় কিছু নতুন কোর্সের শুরু হয়। এই শিক্ষাবর্ষে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়ো টেকনোলজি এর উপর এমটেক ওপিএইচডি কোর্সের শুরু হয়। এছাড়া, ম্যাথাম্যাটিক্স এবং কম্পিউটিং বিষয়ের উপর বিএসএমএস কোর্সের চালু হয়। ২০১৮ সালে, এনআইটি আগরতলায় সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়।

কনফারেন্স এর বিষয়বস্তু হল কম্পিউটেশন্যাল ইনটেলিজ্যানস এন্ড ইন্টারনেট এনআইটি আগরতলার কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে কনফারেন্সটির আয়োজন করা হয়। ইহা ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৮ইং এ এনআইটি আগরতলার ক্যাম্পাসে সম্পন্ন হয়। এছাড়া, চলতি শিক্ষাবর্ষে এনআইটি আগরতলার ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে গণিত ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ উদ্ভূত গবেষনার উপর আরেকটি আর্ন্তজাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। অধ্যয়নগত বিষয়ে এনআইটি আগরতলা দেশের শীর্ষ কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষ স্থানে রয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৩০১ জন শিক্ষার্থী পিএইচডি কোর্সে গবেষনায় রত। চলতি শিক্ষাবর্ষে এনআইটি আগরতলার গবেষেনামূলক বিভিন্ন ধড়নের কাজের উপর ৩০০টি গবেষণাপত্র বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্রগুলি বিভিন্ন এসসিআইট জার্নাল এবং অন্যান্য খ্যাতিযুক্ত জার্নালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ২টি পেটেন্টও প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু ৩টি বইও ১২টি বুক চ্যাপ্টারও চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের গবেষণামূলক কর্মসূচিতেও এনআইইট আগরততলার অনেক অধ্যাপক অংশ গ্রহণ করেন।

এনআইটি আগরতলায় বর্ষব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, কর্মশালা, অধ্যয়নরত প্রতিযোগি ও অন্যান্য প্রতিযোগীতার আয়োজন করে থাকে। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটিতে সর্বমোট ২৩টি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলিতে দেশ বিদেশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হতে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, কর্পোরেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

২০১৮ সালে এনআইটি আগরতলায় স্কিল ডেভেলপম্যান্ট ট্রেনিং সেন্টারের শুভ সূচনা হয় এবং এর কাজ ছয়ের পাতায় দেখুন

হিমাচল প্রদেশে খোলা মনে বিনিয়োগ করুন বিনিয়োগকারীদের কাছে আহ্বাণ প্রধানমন্ত্রীর

ধর্মশালা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশে খোলা মনে বিনিয়োগ করুনঊ বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় দু'দিন ব্যাপী গ্লোবাল ইনভেস্টরস সম্মেলেনের উদ্বোধন করার পর এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ গ্লোবাল ইনভেস্টরস মিট-এর উদ্বোধন করার পর বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'আমি এখানকার অতিথি নইঊ আপনারা সবাই হিমাচল প্রদেশে আমার অতিথিঊ এ জন্য এখানে খোলা মনে বিনিয়োগ করুনঊ হিমাচল প্রদেশ আপনাদের আশীর্বাদ করতে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কেন্দ্রের কাছ থেকে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সুবিধা পেতে চলেছে হিমাচল প্রদেশঊ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এর আগে শুধুমাত্র কয়েকটি রাজ্যই বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্মেলনের আয়োজন করতঊ বিনিয়োগকারীদের আকর্ষিত করার জন্য এখন রাজ্যগুলির মধ্যে সম্মেলন আয়োজন করার প্রতিযোগিতা চলছেঊ এই সম্মেলনের অজুহাতে শিল্পকে বিভিন্ন ধরনের ছাড় দিচ্ছে রাজ্য, তবে এর ফলে শিল্পের কোনও লাভ হচ্ছে নাঊ এখন রাজ্য সরকার ছাড় দেওয়া থেকে এগিয়ে ইন্সপেক্টরি রাজ খতম করার প্রচেষ্টা করছেঊ

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, রাজ্যগুলিতে যত বেশি প্রতিযোগিতা বাড়বে, আমাদের শিল্পের সক্ষমতা সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে, ফলে আমাদের দেশেরই উপকার হবেঊ উদ্যোগ অযথা নিয়ম পছন্দ করে নাঊ এর ফলে শিল্পের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ঊ প্রধানমন্ত্রীর কথা, দেশের উন্নয়নের গতি চারটি চাকার উপর, যথাক্রমে সমাজ, সরকার, শিল্প এবং জ্ঞান নিয়ে চলছেঊ দেশের স্বার্থেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকারঊ মোদী বলেন যে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইস অফ ডুইং বিজনেসের র‍্যাঙ্কিং ৭৯ শতাংশ উন্নতি হয়েছে। এখন আমরা বিশ্বের প্রথম দশে এসেছি। গত বছরে র‍্যাঙ্কিংয়ের এই তালিকায় দশের মধ্যে ছয়টিতে উন্নতি সাধন হয়েছে। এর সুস্পষ্ট অর্থ হ''ল সরকার তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে একটা অনুমতিতে কয়েক মাস সময় লাগতঊ তবে এখন আমরা এই পদ্ধতিতে উন্নতি করছি। আমরা আমাদের অর্থনীতিকে দুর্বল হতে দিইনি। বিশ্বে বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশঊ যদিও আমাদের দেশে এই হার ৫ শতাংশ। নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য গতকালই একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে ৪.৫০ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে। সরকারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই তাদের বাড়ির এই লোকদের স্বপ্ন পূরণ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতে নতুন সংস্থা খোলার ক্ষেত্রে কর্পোরেট করকে ১৫ শতাংশে নামান হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের প্রতিটি খাতে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৪ সালে ট্র্যাভেল ট্যুরিজম ইনডেক্স র‍্যাঙ্কিং ছিল ৬৫ঊ যা ২০১৯ সালে অনেকটাই এগিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ তম স্থানে। প্রতিবছর ১ কোটিরও বেশি বিদেশী পর্যটক ভারতে আসছেন। এর ফলে গত বছর দুই লাখ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।

তিনি বলেন, জয়রাম ঠাকুর হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে শিল্পের পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে।

হিমাচল প্রদেশে জেলাগুলিকে পরিচিতি দিতে সক্ষম এমন বিষয়গুলির প্রচার করার প্রয়োজন রয়েছে। এর আগে, মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর বলেন যে, এই বৈঠকের জন্য সরকার ৮৫ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল, তবে এখনও পর্যন্ত ৯২ হাজার কোটি টাকার মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে রিক্সায় ধাক্কায় 'বেপরোয়া' বাসের, মৃত্যু ১৩ জনের

মাতিয়ারি (পাকিস্তান), ৭ নভেম্বর (হি.স.): দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই বাস, অপর একটি গাড়িকে ওভারটেক করার সময় বাস চালকের গাফিলতিতে মারাত্মক দুর্ঘটনাঊ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মাতিয়ারিতে যাত্রীবোঝাই রিক্সায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই একটি বাসঊ বৃহস্পতিবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৩ জনেরঊ এছাড়াও আরও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ হতাহতরা প্রত্যেকেই রিক্সার যাত্রীঊ বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মানসুরার মাতিয়ারির কাছে জাতীয় সড়কের উপরঊ প্রতিদিনের মতো অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে কাচ্ছা অভিমুখে যাচ্ছিল রিক্সাটিঊ রিক্সাটিতে ৬ জন যাত্রীর জন্য বসার জায়গা থাকলেও, মোট ১৬ জন যাত্রী ছিলেন রিক্সাটিতে। বৃহস্পতিবার সকালে সাঈদাবাদের কাছে বারোচা বাগ স্টপ থেকে কিছুটা দূরে জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রিক্সায় ধাক্কায় মারে একটি বাসঊ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি গাড়িকে ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসের চালকঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে রিক্সাটি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়ঊ তবে, বাসটি অক্ষত ছিলঊ বাসের যাত্রীরাও আহত হননি।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি করাচি থেকে মিয়ানওয়ালি অভিমুখে যাচ্ছিলঊ দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় বাসের চালক, পরে টোল প্লাজার কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় ঘাতক বাসের চালককেঊ দুর্ঘটনায় নিহত ১৩ জনের মধ্যে ৩ জনের নাম জানা গিয়েছেঊ নিহতরা হলেন-শের মজনু ইমরান, শামশাদ খোসো এবং ইরশাদ খোসো।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।